সীমিত

# অপরাধ তদন্ত নির্দেশিকা

পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স
ঢাকা, বাংলাদেশ

# অপরাধ তদন্ত নির্দেশিকা

প্রথম প্রকাশ : ১৬ ডিসেম্বর, ২০১৫

প্রকাশক
পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স
বাংলাদেশ পুলিশ
৬, ফিনিক্স রোড, ঢাকা-১০০০।

এই বইয়ের সকল স্বত্ব পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা কর্তৃক সংরক্ষিত

মুদ্রণ : লেটার এন কালার লি.
[পাঞ্জেরী পাবলিকেশন্স লি.-এর একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান
৪৩ শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সড়ক, শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭]

মূল্য : ৪০০ টাকা

# মুখবন্ধ

দেশের বিদ্যমান ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থায় পুলিশ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। দেশের সংবিধান ও বিদ্যমান আইনের আলোকে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা এবং ন্যায় বিচার নিশ্চিত করা পুলিশের অন্যতম প্রধান কর্তব্য। পেশাগত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের লক্ষ্যে পুলিশের পেশাগত দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি অপরিহার্য। বিশ্বায়ন ও প্রযুক্তির ব্যাপক প্রসারের ফলে অপরাধের মাত্রা, ধরণ এবং প্রকৃতিতে এসেছে বহুমুখী পরিবর্তন। সময়ের পরিক্রমায় সাথে সাথে অপরাধের তথ্য উদঘাটন ও অপরাধীকে সনাক্তকরণের ক্ষেত্রে নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় পুলিশকে নিরলসভাবে কাজ করতে হচ্ছে। সমসাময়িক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় পুলিশের তদন্ত কার্যক্রমের আধুনিকায়নের লক্ষ্যে সময়োপযোগী বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। তদন্ত কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করার জন্য বিধিবদ্ধ আইনের পাশাপাশি তদন্তকারী কর্মকর্তার মেধা, প্রজ্ঞা, দূরদর্শিতা এবং আধুনিক প্রযুক্তিগত জ্ঞানের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করা আবশ্যক। এছাড়াও পরিবর্তিত সামাজিক, অর্থনৈতিক ও বৈশ্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা প্রত্যেক তদন্তকারী কর্মকর্তার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
ফৌজদারি অপরাধ তদন্তে অধিকতর উৎকর্ষতা আনয়নের লক্ষ্যে পুলিশের সকল পর্যায়ের তদন্তকারী কর্মকর্তাগণের জন্য আইন-বিধি ও নির্দেশনার ভিত্তিতে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ উপযোগী একটি তদন্ত নির্দেশিকার প্রয়োজনীয়তা দীর্ঘদিন ধরে অনুভূত হয়ে আসছে। তদন্তকারী কর্মকর্তাগণের তদন্ত কার্যক্রম সম্পর্কে স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট ধারণা প্রদান ও বাস্তব ক্ষেত্রে তা প্রয়োগের সক্ষমতা সৃষ্টির লক্ষ্যে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স হতে একটি তদন্ত নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয়েছে যা সুষ্ঠু তদন্ত নিশ্চিতকরণে একটি অনবদ্য সংকলন হিসেবে বিবেচিত হবে। জেলা পুলিশ, মেট্রোপলিটন পুলিশ, পুলিশের বিশেষায়িত সংস্থা, সিআইডি, পিবিআই, র‍্যাবসহ মাঠ পর্যায়ে নিয়োজিত তদন্তকারী কর্মকর্তাগণ এ নির্দেশিকাটি যথাযথভাবে অনুসরণ করবেন। ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ এ নির্দেশিকাটির অনুসরণের বিষয়টি তদারকপূর্বক তদন্তের সার্বিক মানোন্নয়নে আন্তরিকভাবে সচেষ্ট থাকবেন।

তদন্ত কার্যে কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং তদন্তের গুণগত উৎকর্ষ সাধন তথা ন্যায়বিচার নিশ্চিতকরণে নির্দেশিকাটি সহায়ক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে বলে আমার বিশ্বাস।

যাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও কর্মপ্রয়াসে এ তদন্ত নির্দেশিকাটি প্রকাশিত হতে যাচ্ছে, তাঁদের সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।

**এ কে এম শহীদুল হক** বিপিএম, পিপিএম
ইন্সপেক্টর জেনারেল, বাংলাদেশ পুলিশ

# ভূমিকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ-এর সংবিধানের তৃতীয় ভাগে মৌলিক অধিকার অনুচ্ছেদের ৩১-এ আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার বিবৃত আছে। বিবৃত অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রত্যেক নাগরিক জীবন, স্বাধীনতা, দেহ, সুনাম এবং সম্পত্তির ক্ষেত্রে আইনের আশ্রয় লাভ এবং আইনগত সুরক্ষার দাবি করতে পারেন।

নাগরিকদের আইনি সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পুলিশ একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান; পুলিশ তাদের কর্মকাণ্ডের সুরক্ষা বর্ম দ্বারা জনসাধারণের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন করে আসছে।

পুলিশের কার্যক্রমকে প্রধানত Prevention, Detection & Prosecution– এই তিন পর্যায়ে ভাগ করা হয়। তন্মধ্যে প্রধান ও মৌলিক ধাপটি হচ্ছে Detection & Detention। তদন্ত মূলত পরিচালিত হয় কার্যবিধি, পিআরবি ও পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের এতদ্‌সংক্রান্ত সার্কুলার ও উচ্চ আদালতের রুলিং অনুসারে। এ আইন, বিধি ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক নির্দেশনাগুলো পৃথক পৃথক উৎসে অবস্থিত হওয়ায় তদন্তকারী কর্মকর্তাগণ যথাযথভাবে তদন্ত পরিচালনায় সক্ষম হন না।

পুলিশি তদন্তের ক্ষেত্রে তদন্তকারী কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি, বিষয়বস্তুর গভীর অনুধাবন এবং প্রায়োগিক নির্দেশনার সংহত সংকলন-এর অভাব গভীরভাবে অনুভূত হচ্ছিল। পুলিশের বিভিন্ন ইউনিট কর্তৃক পৃথক পৃথকভাবে তদন্তসংশ্লিষ্ট বিষয়ে খণ্ড খণ্ড নির্দেশনা প্রকাশ করা হয়েছে। মৌলিক তদন্ত, ফরেনসিক তদন্ত ও প্রযুক্তি সম্পৃক্ত তদন্তকে অন্তর্ভুক্ত করে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স কর্তৃক একটি যুগোপযোগী তদন্ত নির্দেশিকা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

তদন্ত কার্যক্রমকে অধিকতর বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বিচারের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞ আদালতে উপস্থাপনের লক্ষ্যে বস্তুগত সাক্ষ্য, যোগাযোগ উপাত্ত, বিশেষজ্ঞ মতামত ও প্রায়োগিক যুক্তিনির্ভর তথ্য উত্থাপন ও বিশ্লেষণের উপযোগিতা অনস্বীকার্য।

এই নির্দেশিকাটি প্রণয়নকালে পুলিশ বিভাগের তদন্ত সম্পৃক্ত সকল ইউনিটকে প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত করে বিভিন্ন অধ্যায় প্রস্তুত করা হয়েছে এবং পূর্ববর্তী প্রকাশনাসমূহের সহায়তা গ্রহণ করা হয়েছে। ভবিষ্যতে এই তদন্ত নির্দেশিকাটির অধিকতর সমৃদ্ধকরণের লক্ষ্যে যেকোনো ধরনের গঠনমূলক পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংশোধন নিশ্চিতকরণ পূর্বক নির্দিষ্ট সময় অন্তর রিভিউ করা হবে।

তদন্ত নির্দেশিকাটি প্রস্তুতকালে ইন্সপেক্টর জেনারেল, **জনাব এ কে এম শহীদুল হক** বিপিএম, পিপিএম-এর ব্যক্তিগত দিকনির্দেশনা গভীর অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে।

জনাব হাবিবুর রহমান বিপিএম (বার), পিপিএম, পুলিশ সুপার, ঢাকা, জনাব প্রলয় কুমার জোয়ারদার বিপিএম, এআইজি, প্ল্যানিং অ্যান্ড রিসার্চ (ভারপ্রাপ্ত), পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, জনাব এম এ জলিল, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, পুলিশ স্টাফ কলেজ বাংলাদেশ ও বিভিন্ন পর্যায়ের পুলিশ কর্মকর্তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং তদন্ত নির্দেশিকা প্রণয়ন কমিটির অন্যান্য সদস্যের অসামান্য অবদান এ কাজকে সম্ভব করে তুলেছে।

তদন্তকারী কর্মকর্তাগণ জনসাধারণের ন্যায়বিচার প্রাপ্তির বিষয়টি নিশ্চিত করার এ পবিত্র দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের ক্ষেত্রে এবং প্রশিক্ষকগণ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহে পাঠদানে নির্দেশিকাটি যথাযথভাবে অনুসরণ করবেন–এ আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

এ কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তাকে গভীর কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

**মোঃ গোলাম রসুল**
অতিরিক্ত ডিআইজি
বাংলাদেশ পুলিশ
ও
সদস্য সচিব
তদন্ত ম্যানুয়েল প্রস্তুত কমিটি

**মোঃ শাহাব উদ্দীন কোরেশী**
ডিআইজি
বাংলাদেশ পুলিশ
ও
সভাপতি
তদন্ত ম্যানুয়েল প্রস্তুত কমিটি

# সূচিপত্র


**প্রথম অধ্যায়**

## ১ তদন্ত: ধারণা ও পরিচিতি

| | | |
|---|---|---|
| ১.১ | পটভূমি | ১ |
| ১.২ | তদন্তের সংজ্ঞা | ১ |
| ১.৩ | অনুসন্ধান-এর সংজ্ঞা | ১ |
| ১.৪ | তদন্তের উদ্দেশ্য | ২ |
| ১.৫ | তদন্তকারী অফিসারের বৈশিষ্ট্য | ২ |
| ১.৬ | তদন্তের প্রকারভেদ | ২ |
| ১.৭ | তদন্তের বিষয়বস্তু | ৩ |
| ১.৮ | আরোহী ও অবরোহী পদ্ধতি | ৪ |
| ১.৯ | অপরাধ প্রশাসনে তদন্ত প্রক্রিয়ার গুরুত্ব ও ভূমিকা | ৫ |

**দ্বিতীয় অধ্যায়**

## ২ প্রাথমিক তথ্য বিবরণী (এফআইআর)

| | | |
|---|---|---|
| ২.১ | আমলযোগ্য বা ধর্তব্য অপরাধ | ১১ |
| ২.২ | এফআইআর-এর সংজ্ঞা | ১১ |
| ২.৩ | এফআইআর-এর প্রকারভেদ | ১১ |
| ২.৪ | কোন ধরনের ঘটনায় এজাহার হবে | ১১ |
| ২.৫ | এফআইআর বা প্রাথমিক তথ্য দাখিলকারীর সাথে আচরণ | ১২ |
| ২.৬ | এফআইআর নেয়ার পদ্ধতি | ১২ |
| ২.৭ | এফআইআর-এর মূল উপাদানসমূহ | ১৩ |
| ২.৮ | এফআইআর ফরম পূরণকালে লক্ষণীয় বিষয়সমূহ | ১৪ |
| ২.৯ | এফআইআর-এর ত্রুটি-বিচ্যুতি | ১৫ |
| ২.১০ | এফআইআর নেয়ার ক্ষেত্রে করণীয় | ১৬ |
| ২.১১ | এফআইআর-এর সাক্ষ্য-মূল্য | ১৬ |
| ২.১২ | এফআইআর প্রেরণ পদ্ধতি | ১৬ |
| ২.১৩ | বিবিধ | ১৭ |

**তৃতীয় অধ্যায়**

## ৩ ক্রাইমসিন ম্যানেজমেন্ট

| | | |
|---|---|---|
| ৩.১ | ক্রাইমসিন কী | ২১ |
| ৩.২ | ক্রাইমসিন ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব | ২১ |
| ৩.৩ | ক্রাইমসিনের নিরাপত্তা | ২২ |
| ৩.৪ | ক্রাইমসিনে ব্যবহৃত ফরেনসিক কিট | ২৫ |
| ৩.৫ | স্থানীয়ভাবে ব্যবহৃত ক্রাইমসিন কিট | ২৬ |
| ৩.৬ | ক্রাইমসিনের বিস্তৃতি ও ক্রাইমসিন অ্যানালাইসিস | ২৭ |
| ৩.৭ | বিস্ফোরণ বা বিস্ফোরণজনিত ঘটনায় ক্রাইমসিন সংরক্ষণ ও এ সংক্রান্তে সতর্কতা | ২৭ |

| | | |
|---|---|---|
| ৩.৮ | ক্রাইমসিন হস্তান্তর | ২৮ |
| ৩.৯ | বিশেষজ্ঞ টিমের ভূমিকা এবং তাদের সাথে যোগাযোগের পদ্ধতি | ২৮ |
| ৩.১০ | বিশেষজ্ঞ টিমের অনুপস্থিতিতে করণীয় | ২৯ |
| ৩.১১ | ক্রাইমসিন ব্যবস্থাপনায় অন্যান্য সহযোগী সংগঠনের (স্বাস্থ্য, অগ্নিনির্বাপক ইত্যাদি) ভূমিকা | ২৯ |
| ৩.১২ | তদন্তকারী কর্মকর্তার করণীয় | ২৯ |
| ৩.১৩ | আলামত সংরক্ষণে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/অফিসার ইনচার্জের করণীয় | ৩০ |
| ৩.১৪ | ক্রাইমসিন চেকলিস্ট | ৩১ |
| ৩.১৫ | ক্রাইমসিনে সার্চিং পদ্ধতি | ৩৩ |

**চতুর্থ অধ্যায়**

## ৪ ভিকটিম ও মরদেহ ব্যবস্থাপনা

| | | |
|---|---|---|
| ৪.১ | ভিকটিম ও অভিযুক্তকে হাসপাতালে প্রেরণ ও নিরাপত্তা হেফাজত | ৩৯ |
| ৪.২ | ভিকটিম সাপোর্ট | ৩৯ |
| ৪.৩ | অপমৃত্যু মামলার তদন্ত | ৪০ |
| ৪.৪ | সুরতহাল | ৪২ |
| ৪.৫ | হাসপাতালে প্রেরিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে সুরতহাল | ৪৩ |
| ৪.৬ | পুলিশ হেফাজতে মৃত ব্যক্তির সুরতহাল | ৪৩ |
| ৪.৭ | অপমৃত্যুর ঘটনা তদন্ত না করার ক্ষেত্রে করণীয় | ৪৩ |
| ৪.৮ | অশনাক্তকৃত লাশের আঙুলের ছাপ | ৪৩ |
| ৪.৯ | আলামত জব্দ | ৪৪ |
| ৪.১০ | কবর হতে লাশ উত্তোলন | ৪৪ |
| ৪.১১ | সুরতহাল রিপোর্ট কীভাবে তৈরি করা হয় | ৪৫ |
| ৪.১২ | লাশ প্রেরণ | ৪৫ |
| ৪.১৩ | মৃতদেহের সাক্ষ্যের চেকলিস্ট | ৪৫ |
| ৪.১৪ | লাশ পরীক্ষার জন্য মর্গে প্রেরণের চালান ফরম | ৪৬ |

**পঞ্চম অধ্যায়**

## ৫ তদন্ত প্রক্রিয়া

| | | |
|---|---|---|
| ৫.১ | ফৌজদারি তদন্তের বিষয়বস্তু | ৪৯ |
| ৫.২ | তদন্তের ফ্লো-চার্ট | ৪৯ |
| ৫.৩ | তদন্ত কার্যক্রমে স্তরভিত্তিক করণীয় | ৫০ |
| ৫.৪ | তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক ঘটনাস্থল পরিদর্শন | ৫২ |
| ৫.৫ | তদন্তকালে আদালতে প্রেরণযোগ্য ডকুমেন্টসমূহ | ৫৪ |
| ৫.৬ | সাক্ষ্য ও সাক্ষী | ৫৫ |
| ৫.৭ | ঘটনাস্থলে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ | ৫৮ |
| ৫.৮ | তদন্তে সম্ভাব্য ত্রুটি/ভুলভ্রান্তি | ৫৯ |
| ৫.৯ | অধিকতর তদন্ত | ৬১ |

| | | |
|---|---|---|
| ৫.১০ | তদন্ত পুনরুজ্জীবিতকরণ | ৬১ |
| ৫.১১ | অভিযুক্ত, ভিকটিম ও সাক্ষীদের খসড়া কাঃ বিঃ ১৬১ ধারার জবানবন্দি লিপিবদ্ধকরণ কৌশল | ৬২ |
| ৫.১২ | জবানবন্দি বিশ্লেষণের মাধ্যমে জিজ্ঞাসাবাদ কৌশল | ৬৪ |
| ৫.১৩ | তদন্ত সমাপ্ত হওয়ার পর করণীয় | ৬৮ |
| ৫.১৪ | তদন্ত চেকলিস্ট | ৬৯ |

**ষষ্ঠ অধ্যায়**

## ৬ তদন্ত সহায়ক অপারেশনাল কার্যক্রম

| | | |
|---|---|---|
| ৬.১ | ইন্টেলিজেন্স সংগ্রহ | ৭৩ |
| ৬.২ | ভিসিএনবি পর্যালোচনা | ৭৩ |
| ৬.৩ | অন্যান্য অফিসারের সাথে আলোচনা | ৭৩ |
| ৬.৪ | বাদী ও সাক্ষীর সাথে আলোচনা | ৭৪ |
| ৬.৫ | আসামি গ্রেপ্তার পদ্ধতি | ৭৪ |
| ৬.৬ | নারী ও শিশুদের গ্রেপ্তার এবং তল্লাশি পদ্ধতি | ৭৬ |
| ৬.৭ | গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তির অধিকার | ৭৭ |
| ৬.৮ | তল্লাশি ও জব্দ তালিকা | ৭৮ |
| ৬.৯ | তল্লাশির ক্ষমতা | ৭৯ |
| ৬.১০ | তল্লাশির সময় করণীয় | ৭৯ |
| ৬.১১ | তল্লাশির পর করণীয় | ৭৯ |
| ৬.১২ | খানা তল্লাশির সময় সহায়তাকারী কর্মকর্তার দায়িত্ব | ৮০ |
| ৬.১৩ | নারী ও শিশু গ্রেপ্তারের ক্ষেত্রে দেহ তল্লাশি | ৮০ |
| ৬.১৪ | শনাক্তকরণ মহড়া | ৮০ |
| ৬.১৫ | পুলিশ হেফাজতের পদ্ধতি | ৮০ |
| ৬.১৬ | আইনের সাথে সংঘাতে জড়িত শিশুর হেফাজত এবং শিশু আইনের গুরুত্বপূর্ণ দিক | ৮১ |

**সপ্তম অধ্যায়**

## ৭ তদন্তসংশ্লিষ্ট গোয়েন্দা কার্যক্রম ও নথি প্রস্তুতকরণ

| | | |
|---|---|---|
| ৭.১ | অপরাধসংশ্লিষ্ট গোয়েন্দা তৎপরতা | ৮৫ |
| ৭.২ | গোয়েন্দা তথ্যের প্রয়োগ | ৮৬ |
| ৭.৩ | উপাত্ত সংগ্রহ ও উপাত্তের উৎস | ৮৬ |
| ৭.৪ | গোয়েন্দা তথ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং এর উপাদান | ৮৭ |
| ৭.৫ | উৎস নির্ভরযোগ্যতা স্কেল | ৮৭ |
| ৭.৬ | উপাত্তের নির্ভুলতা স্কেল | ৮৭ |
| ৭.৭ | অ্যানালাইটিক্যাল চার্টের বিবরণ | ৮৭ |
| ৭.৮ | কেস ডায়েরি লেখার পদ্ধতি | ৯১ |
| ৭.৯ | যে সকল বিষয় সিডিতে লিপিবদ্ধ করা যাবে না | ৯৪ |
| ৭.১০ | ফৌঃ কাঃ বিঃ ১৬১ ধারা অনুযায়ী প্রাপ্ত জবানবন্দি | ৯৫ |

| | | |
|---|---|---|
| ৭.১১ | ফৌজদারি কার্যবিধি ১৬৪ ধারায় জবানবন্দি | ৯৬ |
| ৭.১২ | মৃত্যুকালীন জবানবন্দি | ৯৮ |


## ৮ অষ্টম অধ্যায়
## ফরেনসিক তদন্ত


| | | |
|---|---|---|
| ৮.১ | ফরেনসিক বিজ্ঞান কী | ১০১ |
| ৮.২ | জখম বা আঘাত সম্পর্কিত তথ্যাদি | ১০২ |
| ৮.৩ | আঘাতের ধরন অনুযায়ী অপরাধ | ১০২ |
| ৮.৪ | ডাক্তারি সার্টিফিকেট ইস্যুর ক্ষেত্রসমূহ | ১০৩ |
| ৮.৫ | সার্টিফিকেট প্রদানকারী ইউনিট | ১০৩ |
| ৮.৬ | ডাক্তারি সনদপত্র পর্যালোচনা ফরমেট | ১০৩ |
| ৮.৭ | বিশেষজ্ঞ মতামত প্রদানকারী সংস্থা হিসেবে সিআইডির ভূমিকা | ১০৫ |
| ৮.৮ | তদন্তে আলোকচিত্র ও আলোকচিত্র শাখার ভূমিকা | ১০৫ |
| ৮.৯ | বাংলাদেশে সংঘটিত হস্তলিপি সংশ্লিষ্ট অপরাধসমূহ | ১০৬ |
| ৮.১০ | ছাপ | ১০৮ |
| ৮.১১ | অঙ্গুলাঙ্ক | ১০৯ |
| ৮.১২ | আঙুলের ছাপ প্রেরণ পদ্ধতি | ১১১ |
| ৮.১৩ | AFIS | ১১১ |
| ৮.১৪ | পদচিহ্ন | ১১৩ |
| ৮.১৫ | যন্ত্রপাতির দাগ | ১১৪ |
| ৮.১৬ | ব্যালিস্টিকস | ১১৪ |
| ৮.১৭ | অণুবিশ্লেষণ | ১১৭ |
| ৮.১৮ | ডিএনএ | ১১৮ |
| ৮.১৯ | ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক এসিড (ডিএনএ) আইন, ২০১৪-এর গুরুত্বপূর্ণ দিক | ১১৯ |
| ৮.২০ | আইটি ক্রাইম ও আইটি ফরেনসিক | ১২০ |
| ৮.২১ | তদন্ত প্রতিবেদনে বিশেষজ্ঞ রিপোর্টের গুরুত্ব ও সীমাবদ্ধতা | ১২০ |
| ৮.২২ | বিশেষজ্ঞ মতামত প্রয়োগের চ্যালেঞ্জসমূহ | ১২২ |


## ৯ নবম অধ্যায়
## তথ্যপ্রযুক্তি ভিত্তিক তদন্ত


| | | |
|---|---|---|
| ৯.১ | অপরাধ তদন্তে তথ্যপ্রযুক্তি | ১২৫ |
| ৯.২ | সাইবার ক্রাইম | ১২৫ |
| ৯.৩ | মোবাইল ট্র্যাকিং | ১২৮ |
| ৯.৪ | Call Details Record | ১২৮ |
| ৯.৫ | মোবাইল Registration Form | ১২৯ |
| ৯.৬ | সিডিআর পর্যালোচনা | ১৩০ |
| ৯.৭ | আইপি ট্র্যাকিং | ১৩১ |
| ৯.৮ | LIC-এর ভূমিকা | ১৩২ |

| | | |
|---|---|---|
| ৯.৯ | প্রয়োজনীয় সফ্‌টওয়্যার | ১৩২ |
| ৯.১০ | Telephone Tapping | ১৩২ |
| ৯.১১ | ডিজিটাল সাক্ষ্য | ১৩২ |
| ৯.১২ | আলামত সংগ্রহে সাবধানতা | ১৩৬ |
| ৯.১৩ | বিভিন্ন প্রকার আলামত ও ডিজিটাল মিডিয়া | ১৩৭ |
| ৯.১৪ | কম্পিউটার এবং রিমুভেবল মিডিয়ার বিষয়ে সাবধানতা | ১৩৭ |
| ৯.১৫ | মেমোরি কার্ডের গুরুত্ব | ১৩৭ |
| ৯.১৬ | আলামত পরিবহন ও সংরক্ষণ | ১৩৭ |
| ৯.১৭ | আদালতে উপস্থাপনের জন্য মূল আলামতকে অক্ষুণ্ণ রাখা ও কপিকৃত হার্ডড্রাইভ নিয়ে কাজ করা | ১৩৭ |
| ৯.১৮ | হার্ডডিস্ক হতে মুছে ফেলা তথ্য উদ্ধার | ১৩৮ |
| ৯.১৯ | তদন্তকারী অফিসার কর্তৃক কম্পিউটার বা কম্পিউটার সামগ্রী জব্দ করাকালীন পূরণীয় | ১৩৮ |


## ১০ দশম অধ্যায়
## ডকুমেন্ট অ্যানালাইসিস


| | | |
|---|---|---|
| ১০.১ | তদন্তসংশ্লিষ্ট ডকুমেন্ট কী | ১৪৩ |
| ১০.২ | ডকুমেন্ট প্রস্তুত করার পদ্ধতি | ১৪৩ |
| ১০.৩ | ডকুমেন্ট অ্যানালাইসিস কী | ১৪৩ |
| ১০.৪ | ডকুমেন্ট প্রস্তুত ও উন্নতকরণ | ১৪৩ |
| ১০.৫ | ডকুমেন্ট বিশ্লেষণ কেন প্রয়োজন | ১৪৩ |
| ১০.৬ | তদন্তের ক্ষেত্রে কোন কোন ডকুমেন্ট বিশ্লেষণ করতে হয় | ১৪৪ |
| ১০.৭ | রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব/চরমপন্থী সংশ্লিষ্ট মামলার ক্ষেত্রে গোয়েন্দা সংস্থাসমূহের তথ্যাদি | ১৪৮ |
| ১০.৮ | ব্যক্তি ও সংস্থাসমূহ হতে প্রাপ্ত তথ্যাদি | ১৪৮ |
| ১০.৯ | বিশেষজ্ঞ মতামত | ১৪৮ |
| ১০.১০ | মেডিকোলিগ্যাল রিপোর্ট | ১৪৯ |
| ১০.১২ | ডকুমেন্টসমূহ বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা পদ্ধতি | ১৪৯ |
| ১০.১২ | বিশেষজ্ঞ মতামত ও মেডিকোলিগ্যাল রিপোর্ট-এর ক্ষেত্র সমূহ | ১৪৯ |
| ১০.১৩ | সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ | ১৪৯ |
| ১০.১৪ | তদন্তকাজে প্রযোজ্য সাক্ষ্য আইনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি | ১৫০ |


## ১১ একাদশ অধ্যায়
## তদন্ত তদারকি


| | | |
|---|---|---|
| ১১.১ | তদন্ত তদারকি অফিসারের দায়িত্ব এবং অধিক্ষেত্র | ১৫৯ |
| ১১.২ | এসআর ও এমআর মামলা | ১৬০ |
| ১১.৩ | তদন্ত তদারকির সময়সীমা | ১৬১ |
| ১১.৪ | নিয়মিত ও আকস্মিক তদারকিকরণ | ১৬২ |
| ১১.৫ | তদন্তে সহযোগী অফিসের ভূমিকা নিশ্চিতকরণে তদারকি কর্মকর্তার করণীয় | ১৬২ |
| ১১.৬ | নির্দেশাবলি প্রদান | ১৬২ |
| ১১.৭ | তদন্ত তদারকি প্রতিবেদনের নমুনা | ১৬২ |

## দ্বাদশ অধ্যায়

## ১২ তদন্তের চূড়ান্ত পর্ব


| | | |
|---|---|---|
| ১২.১ | তদন্ত চূড়ান্তকরণ | ১৬৯ |
| ১২.২ | তদন্ত তদারককারী কর্মকর্তা কর্তৃক নির্দেশনা প্রদান | ১৬৯ |
| ১২.৩ | পুলিশ রিপোর্ট প্রস্তুতির ক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয় | ১৬৯ |
| ১২.৪ | মামলার সূচি ও সাক্ষ্য স্মারকলিপি | ১৭০ |
| ১২.৫ | চার্ট অব এভিডেন্স | ১৭০ |
| ১২.৬ | ফাইনাল রিপোর্ট প্রদান | ১৭১ |
| ১২.৭ | ফাইনাল রিপোর্টসমূহের মধ্যকার পার্থক্য | ১৭২ |
| ১২.৮ | অভিযোগপত্র | ১৭২ |
| ১২.৯ | সম্পূরক অভিযোগপত্র | ১৭২ |
| ১২.১০ | বাদী যখন নিজেই আসামি তখন করণীয় | ১৭২ |


## ত্রয়োদশ অধ্যায়

## ১৩ ডকেট ব্যবস্থাপনা


| | | |
|---|---|---|
| ১৩.১ | ডকেট কী? | ১৭৫ |
| ১৩.২ | ডকেট ব্যবস্থাপনা | ১৭৫ |
| ১৩.৩ | ডকেটের গোপনীয়তা ও প্রয়োজনীয়তা | ১৭৫ |
| ১৩.৪ | ডকেটের অন্তর্ভুক্ত রেকর্ডসমূহ | ১৭৬ |
| ১৩.৫ | ডকেটের চেকলিস্ট | ১৭৮ |
| ১৩.৬ | ডকেট সংক্রান্ত জবাবদিহি | ১৭৯ |
| ১৩.৭ | ডকেট হস্তান্তরের নিয়মাবলি | ১৭৯ |
| ১৩.৮ | তদন্ত শেষে পুলিশ রিপোর্ট দাখিলের সময় যে সকল ডকুমেন্ট ডকেট তৈরির মাধ্যমে আদালতে পাঠাতে হবে | ১৭৯ |
| ১৩.৯ | কেস ডকেট মোড়ককরণ | ১৮০ |
| ১৩.১০ | ডকেটের সারসংক্ষেপ | ১৮০ |


## চতুর্দশ অধ্যায়

## ১৪ তদন্ত-পরবর্তী পর্ব (বিচারিক)


| | | |
|---|---|---|
| ১৪.১ | মামলার সংক্ষিপ্তসার বা মামলার ব্রিফ | ১৮৩ |
| ১৪.২ | ব্রিফ সংশোধনের উপায় | ১৮৩ |
| ১৪.৩ | মামলার ব্রিফের নমুনা | ১৮৩ |
| ১৪.৪ | বিচারের জন্য মামলা প্রস্তুত করা | ১৮৭ |
| ১৪.৫ | ওয়ারেন্ট ব্যবস্থাপনা | ১৮৯ |
| ১৪.৬ | ওয়ারেন্ট তামিল | ১৯০ |
| ১৪.৭ | এনইআর দাখিল ও আসামির অনুপস্থিতিতে বিচার | ১৯০ |

| | | |
|---|---|---|
| ১৪.৮ | বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক মামলার কার্যক্রম স্থগিতকরণ | ১৯৫ |
| ১৪.৯ | স্থগিতাদেশ প্রত্যাহারের প্রক্রিয়া | ১৯৬ |
| ১৪.১০ | মামলা প্রত্যাহার এবং আসামি প্রত্যাহারের প্রক্রিয়া | ১৯৮ |
| ১৪.১১ | জেল প্যারেড | ১৯৯ |

**পঞ্চদশ অধ্যায়**

**১৫** **বিচার-পরবর্তী কার্যক্রম**

| | | |
|---|---|---|
| ১৫.১ | রায়ের কপি সংগ্রহ | ২০৩ |
| ১৫.২ | আলামত নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে মিস কেসের আবেদন | ২০৩ |
| ১৫.৩ | ফাইনাল মেমো | ২০৩ |
| ১৫.৪ | কেস ডকেটিং-এর ক্ষেত্রে সার্কেল এএসপির দায়িত্ব | ২০৩ |
| ১৫.৫ | পিআর স্লিপ বা পুলিশ নিবন্ধন কার্যক্রম | ২০৫ |
| ১৫.৬ | ভিসিএনবি-এর কার্যক্রম | ২০৫ |
| ১৫.৭ | ভিসিএনবি-এর শ্রেণিবিন্যাস | ২০৫ |
| ১৫.৮ | মোশন ও রিভিশন | ২০৮ |
| ১৫.৯ | বিভিন্ন ধরনের নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে কার্যক্রম | ২০৮ |
| ১৫.১০ | বিচার-পরবর্তী বিবিধ কার্যক্রম | ২০৮ |

**ষোড়শ অধ্যায়**

**১৬** **পুলিশ, জনগণ ও মানবাধিকার**

| | | |
|---|---|---|
| ১৬.১ | মানবাধিকার কী | ২১১ |
| ১৬.২ | মানবাধিকার রক্ষায় পুলিশের ভূমিকা | ২১১ |
| ১৬.৩ | বাংলাদেশ সংবিধানে উল্লিখিত মৌলিক অধিকারসমূহের বিষয়ে জ্ঞানলাভ | ২১১ |
| ১৬.৪ | মানবাধিকার সংশ্লিষ্ট পুলিশি কার্যক্রম | ২১২ |
| ১৬.৫ | পুলিশ-জনগণ সহযোগিতার ক্ষেত্র | ২১৩ |
| ১৬.৬ | তদন্তকাজে সামাজিক নেতৃবর্গের ভূমিকা | ২১৩ |
| ১৬.৭ | মৌলিক আইন প্রয়োগের ক্ষমতা, শক্তি প্রয়োগ ও আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার | ২১৩ |

**সপ্তদশ অধ্যায়**

**১৭** **পুলিশ ও গণমাধ্যম**

| | | |
|---|---|---|
| ১৭.১ | পুলিশি কার্যক্রমে তথ্য অধিকারের প্রয়োগ | ২১৭ |
| ১৭.২ | তথ্য প্রকাশের উদ্দেশ্য | ২১৭ |
| ১৭.৩ | তথ্য প্রকাশের মাধ্যমসমূহ | ২১৭ |
| ১৭.৪ | তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক তথ্য প্রকাশের সীমারেখা | ২১৯ |
| ১৭.৫ | তদন্তকালে গণমাধ্যমকর্মীদের ভূমিকা | ২২১ |

অষ্টাদশ অধ্যায়

## ১৮ তদন্ত কর্মকর্তার সহায়ক পরিপত্র ও উচ্চ আদালতের নির্দেশনা


| | | |
|---|---|---|
| ১৮.১ | তদন্তকার্যে উচ্চ আদালতের নির্দেশনা ও পরিপত্রসমূহের গুরুত্ব | ২২৫ |
| ১৮.২ | এফআইআর রুজু সংক্রান্ত নির্দেশনা ও পরিপত্রসমূহ | ২২৫ |
| ১৮.৩ | ঘটনাস্থল পরিদর্শন এবং সাক্ষীদের জবানবন্দি লিপিবদ্ধকরণ সংক্রান্ত নির্দেশনা ও পরিপত্রসমূহ | ২২৫ |
| ১৮.৪ | তল্লাশি এবং আলামত জব্দকরণের ক্ষেত্রে নির্দেশনা ও পরিপত্রসমূহ | ২২৭ |
| ১৮.৫ | অপরাধী শনাক্তকরণ ও গ্রেপ্তার সংক্রান্ত নির্দেশনা ও পরিপত্রসমূহ | ২২৭ |
| ১৮.৬ | সুরতহাল রিপোর্ট সংক্রান্ত নির্দেশনা ও পরিপত্রসমূহ | ২২৮ |
| ১৮.৭ | পুলিশ রিপোর্ট সংক্রান্ত নির্দেশনা ও পরিপত্রসমূহ | ২২৮ |
| ১৮.৮ | বিবিধ নির্দেশনা ও পরিপত্রসমূহ | ২২৯ |
| ১৮.৯ | মামলা তদন্তে ব্যবহৃত প্রযুক্তিগত কৌশল জনসম্মুখে প্রকাশ হতে বিরত থাকা | ২৩০ |
| ১৮.১০ | মামলা তদন্তসহ বিভিন্ন পর্যায়ে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আইডি কার্ড নম্বর ব্যবহার | ২৩০ |
| ১৮.১১ | বিচারাধীন মামলা তদন্তে গাফিলতির জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজুকরণ | ২৩০ |
| ১৮.১২ | ফৌজদারি মামলায় সরকারি পূর্বানুমতি | ২৩০ |


ঊনবিংশ অধ্যায়

## ১৯ বিশেষ ক্ষেত্রে তদন্ত প্রক্রিয়া


| | | |
|---|---|---|
| ১৯.১ | তদন্তের ক্ষেত্রে বৈদেশিক সহায়তা | ২৩৩ |
| ১৯.২ | তদন্ত কার্যক্রমে ইন্টারপোল ও এনসিবির সহায়তা | ২৩৩ |
| ১৯.৩ | বিদেশে অবস্থানরত অপরাধীদের বিষয়ে করণীয় | ২৩৪ |
| ১৯.৪ | ইন্টারপোল নোটিশসমূহ এবং জারির উদ্দেশ্য | ২৩৪ |
| ১৯.৫ | রেড নোটিশ জারির প্রক্রিয়া | ২৩৪ |
| ১৯.৬ | রেড নোটিশ জারি পরবর্তী কার্যক্রম | ২৩৫ |
| ১৯.৭ | প্রবাসী বাংলাদেশিদের অপরাধ সংঘটনের ক্ষেত্রে তদন্ত পদ্ধতি | ২৩৫ |
| ১৯.৮ | বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বিদেশি নাগরিক কর্তৃক সংঘটিত অপরাধের তদন্ত পদ্ধতি | ২৩৫ |
| ১৯.৯ | Mutual Legal Assistance Treaty (MLAT) স্বাক্ষরকৃত দেশসমূহের মধ্যকার সহযোগিতা | ২৩৬ |
| ১৯.১০ | সামরিক বাহিনীর সদস্যদের কেসগুলোতে আইনের যেসব বিধিমালা অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে | ২৩৬ |


বিংশতিতম অধ্যায়

## ২০ পরিশিষ্ট


| | | |
|---|---|---|
| ২০.১ | বিভিন্ন তদন্তকারী সংস্থার জন্য তফসিলভুক্ত অপরাধ | ২৩৯ |
| ২০.২ | এজাহারের নমুনা | ২৪১ |
| ২০.৩ | এফআইআর ফরম | ২৪২ |
| ২০.৪ | সাক্ষ্য আইনের ২৭ ধারা অনুযায়ী স্বীকারোক্তি গ্রহণ | ২৪৩ |

| | | |
|---|---|---|
| ২০.৫ | নমুনা জব্দ তালিকা | ২৪৩ |
| ২০.৬ | আহত ব্যক্তির জখমি সনদপত্র সংগ্রহ করার জন্য আবেদনপত্রের নমুনা | ২৪৫ |
| ২০.৭ | নমুনা সুরতহাল প্রতিবেদন | ২৪৫ |
| ২০.৮ | গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা সংক্রান্ত একটি অপমৃত্যু মামলার সুরতহালের নমুনা | ২৪৬ |
| ২০.৯ | জব্দকৃত আলামত বিশেষজ্ঞের নিকট প্রেরণের জন্য আদালতের অনুমতি চেয়ে আবেদনের নমুনা | ২৪৮ |
| ২০.১০ | আলামত পরীক্ষার জন্য ক্ষমতা প্রদান সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্র | ২৪৯ |
| ২০.১১ | নিহত ব্যক্তির ময়নাতদন্তের রিপোর্ট প্রদানের জন্য নমুনা আবেদনপত্র | ২৪৯ |
| ২০.১২ | এক্সপ্রেস লেটার (ডাকাতি বা এসআর মামলার ক্ষেত্রে) | ২৫০ |
| ২০.১৩ | ফৌঃ কাঃ বিঃ ১৬১ ধারার জবানবন্দি নমুনা ফর্দ | ২৫০ |
| ২০.১৪ | সাক্ষী, অভিযুক্ত ও জামিনদারদের জন্য নমুনা অঙ্গীকারনামা ও জামিননামা | ২৫১ |
| ২০.১৫ | কাঃ বিঃ ১৬০ ধারা অনুযায়ী পুলিশ অফিসার কর্তৃক সমনের নমুনা | ২৫১ |
| ২০.১৬ | হত্যা মামলার আসামি কোর্টে প্রেরণ ও পুলিশ রিমান্ডের আবেদন | ২৫২ |
| ২০.১৭ | পুলিশ রিমান্ড শেষে আসামি আদালতে ফেরত পাঠানোর নমুনা ফরোয়ার্ডিং রিপোর্ট | ২৫৩ |
| ২০.১৮ | হত্যা মামলার তদন্তের অগ্রগতি সম্পর্কে বিজ্ঞ আদালতে প্রতিবেদন | ২৫৪ |
| ২০.১৯ | সাক্ষ্য সংগ্রহকালে আসামির স্বীকারোক্তি | ২৫৪ |
| ২০.২০ | হত্যা মামলার সাক্ষ্যের তালিকা প্রস্তুত, তদন্ত ও তদারকির নির্দেশনাসমূহ | ২৫৫ |
| ২০.২১ | বিভিন্ন ধরনের চালানের নমুনা | ২৬১ |
| ২০.২২ | একটি হত্যা মামলার কেস স্টাডি | ২৬১ |
| ২০.২৩ | সাইবার ক্রাইম কেস তদন্ত বিষয়ক নমুনা কেস স্টাডি | ২৬৭ |
| ২০.২৪ | নরহত্যা মামলা তদন্ত | ২৬৮ |
| ২০.২৫ | বিগ কেস ম্যানেজমেন্ট | ২৭৩ |
| ২০.২৬ | ডাকাতি মামলার সাক্ষীর লিংক চার্ট | ২৭৯ |
| ২০.২৭ | সাক্ষ্য লিংক চার্ট | ২৮০ |
| ২০.২৮ | সিআইবি রেফারেন্স ফরম | ২৮১ |
| ২০.২৯ | বাংলাদেশ অপরাধ সমীক্ষা | ২৮২ |
| ২০.৩০ | গুরুত্বপূর্ণ মামলাসমূহের তদন্ত চেকলিস্ট | ২৮৪ |

# প্রথম অধ্যায়

## তদন্ত: ধারণা ও পরিচিতি

# তদন্ত: ধারণা ও পরিচিতি

**অধ্যায়ের প্রত্যাশিত ফলাফল**

১। পুলিশ অফিসার কর্তৃক তদন্ত ও অনুসন্ধান বিষয়ক পেশাগত ধারণা অর্জন

২। তদন্তকারী অফিসার কর্তৃক উপাত্ত বিশ্লেষণপূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে জ্ঞানলাভ

৩। তদন্তকারী হিসেবে পুলিশ ইউনিটের দায়িত্ব ও এখতিয়ার সম্পর্কে জ্ঞানার্জন

## ১.১ পটভূমি

ফৌজদারি মামলায় তদন্তের ক্ষমতা প্রধানত পুলিশের; যা ফৌজদারি কার্যবিধি, দণ্ডবিধি, পুলিশ আইনসহ দেশের প্রচলিত আইনসমূহ দ্বারা স্বীকৃত। দেশের আইন ও দণ্ডবিধি এবং প্রচলিত অন্যান্য আইন অপরাধ তদন্তের গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। মানবাধিকার সংক্রান্ত আইনসমূহ তদন্তকাজে গুরুত্বপূর্ণ। ফৌজদারি কার্যবিধি, সাক্ষ্য আইনসহ অন্যান্য আইন ও বিধিবিধান, যা অপরাধীর বিচার প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট, সেগুলোও অপরাধ তদন্তে সরাসরি ব্যবহার করা যায়। প্রচলিত আন্তর্জাতিক চর্চাসমূহও অপরাধ তদন্তকারীদের জন্য আইনগত ও কারিগরি দিক দিয়ে সহায়ক। বাংলাদেশ পুলিশের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন তদন্ত ইউনিট থানায় রুজুকৃত মামলার তদন্তভার নির্ধারিত প্রক্রিয়ায় প্রাপ্ত হয়ে তদন্তকার্য সমাপ্তিপূর্বক উক্ত থানার ক্রম নম্বর অনুযায়ী বিজ্ঞ আদালতে পুলিশ রিপোর্ট দাখিল করে। বাংলাদেশ পুলিশ-বহির্ভূত তদন্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত ইউনিটসমূহও অনুরূপভাবে সংশ্লিষ্ট থানায় রুজুকৃত মামলার তদন্তভার গ্রহণপূর্বক তদন্ত সমাপ্তিতে পুলিশ রিপোর্ট দাখিল করে। তদন্ত ফলাফল গ্রহণে আদালত সম্পূর্ণ স্বাধীন। কোনো তদন্ত ফলাফল আদালতের নিকট গ্রহণযোগ্য বিবেচিত না হলে তা অধিকতর তদন্তের জন্য আদালত একই তদন্তকারী বা ভিন্ন কোনো তদন্তকারী অফিসার বা ইউনিটকে নির্দেশ দিতে পারেন।

## ১.২ তদন্তের সংজ্ঞা

**আইনগত সংজ্ঞা**

তদন্ত হচ্ছে সাক্ষ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে পুলিশ কর্তৃক পরিচালিত কর্মকাণ্ড। কোনো অপরাধ সংঘটিত হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট অপরাধের সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহকল্পে পুলিশ অফিসার কর্তৃক কিংবা আদালতের নির্দেশে অন্য কারো দ্বারা পরিচালিত কার্যক্রমকে তদন্ত বলে।

*ধারা-৪(১)(ঠ) ফৌঃ কাঃ বিঃ*

**বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা**

প্রকৃত ঘটনাকে উদ্‌ঘাটনপূর্বক প্রাপ্ত সাক্ষ্য তথ্য ও যুক্তিনির্ভর উপায়ে আদালতের সম্মুখে উপস্থাপন করাকে তদন্ত বলে। একটি বৈজ্ঞানিক তদন্তে পাঁচটি ধাপ বিদ্যমান, যথা: সমস্যা চিহ্নিতকরণ, তথ্য সংগ্রহ, সমাধানকল্পে প্রস্তাবনা (Hypothesis), প্রস্তাবনা যাচাইকল্পে পরীক্ষাকরণ, ফলাফল বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

Investigation is reconstructing the incident with action (according to CrPC) before the court as far as possible with forensic support.

## ১.৩ অনুসন্ধান-এর সংজ্ঞা

**অনুসন্ধান বা ইনকোয়ারি-এর সংজ্ঞা**

অনুসন্ধান বা ইনকোয়ারি অর্থ কোনো ম্যাজিস্ট্রেট বা আদালত কর্তৃক বিচার কার্যক্রম বহির্ভূত অনুসন্ধান। ইনকোয়ারি অবশ্যই ম্যাজিস্ট্রেট অথবা আদালত কর্তৃক নির্দেশিত পুলিশ অফিসারের মাধ্যমে সম্পন্ন হতে হবে। পক্ষান্তরে, একটি তদন্ত পুলিশ অফিসার কিংবা ম্যাজিস্ট্রেট বা আদালত ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তি দ্বারা পরিচালিত হয়।

*ফৌঃ কাঃ বিঃ-এর ধারা ৪(১)(ট)*

## ১.৪ তদন্তের উদ্দেশ্য

- কোনো ঘটনা ঘটেছে কি না? ঘটে থাকলে কী ঘটনা?
- ঘটনার সত্যিকার ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি কে?
- অপরাধের সাথে জড়িত অপরাধী চিহ্নিতকরণ।
- অপরাধী গ্রেপ্তার, লুণ্ঠিত মালামাল ও অন্যান্য মালামাল উদ্ধারকরণ।
- অপরাধীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহকরণ।
- তদন্ত শেষে অপরাধীকে বিচারে সোপর্দকরণ।
- ঘটনার সত্যতা উদ্‌ঘাটন।
- ঘটনার অভিমুখ উদ্‌ঘাটন।
- অপরাধের দায় নিরূপণ।
- অপরাধের মাত্রা ও ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ।
- বিচার প্রক্রিয়াতে সহায়ক ভূমিকা পালন।

## ১.৫ তদন্তকারী অফিসারের বৈশিষ্ট্য

একজন ভালো তদন্ত কর্মকর্তাকে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহের অধিকারী হতে হয়:

- নিরপেক্ষ এবং সংস্কারমুক্ত মন
- ঔৎসুক্য
- ভালো স্মৃতিশক্তি
- নিবিড় পর্যালোচনা ক্ষমতা
- বিশ্লেষণ ক্ষমতা
- যোগাযোগ দক্ষতা
- অন্যের সহযোগিতা অর্জনের ক্ষমতা
- আত্মপ্রত্যয়
- সততা ও নিষ্ঠা
- অধ্যবসায়
- অন্যকে শোনার মতো ধৈর্য থাকতে হবে। অর্থাৎ Patient hearing দেয়ার ধৈর্য থাকতে হবে।

তদন্তকালে একজন দক্ষ তদন্ত কর্মকর্তা নিম্নবর্ণিত প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজার চেষ্টা করবেন:

- **WHO?**
- **WHAT?**
- **WHERE?**
- **WHEN?**
- **WHY?**
- **HOW?**

## ১.৬ তদন্তের প্রকারভেদ

(ক) পুলিশ কর্তৃক পরিচালিত তদন্ত কার্যক্রমকে পুলিশি তদন্ত বলে। ধর্তব্য অপরাধের ক্ষেত্রে পুলিশি তদন্তের ফলাফল চার্জশিট বা ফাইনাল রিপোর্টের মাধ্যমে আদালতে দাখিল করতে হয়। অধর্তব্য অপরাধের বেলায় নন-এফআইআর প্রসিকিউশন রিপোর্ট দাখিল করতে হয়।

(খ) আদালত কর্তৃক পরিচালিত তদন্ত কার্যক্রমকে বিচার বিভাগীয় তদন্ত (Judicial Inquiry) বলে।

(গ) সাধারণত আদালত নিজ উদ্যোগে বিচার বিভাগীয় তদন্ত করে থাকেন। এ ছাড়াও কোনো কোনো ক্ষেত্রে সাধারণ অভিযোগকারীদের দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে আদালত বিচার বিভাগীয় তদন্ত করে থাকেন।

(ঘ) পুলিশ রিপোর্ট (চার্জশিট/ফাইনাল রিপোর্টের) বিরুদ্ধে বাদীপক্ষ নারাজি দিলে বিচার বিভাগীয় তদন্ত হতে পারে।

(ঙ) আদালতের নির্দেশে পুলিশ যে কোন বিষয়ে অনুসন্ধান প্রতিবেদন দাখিল করতে পারে।

## ১.৭ তদন্তের বিষয়বস্তু

তদন্তের মূল বিষয়বস্তু বা উপজীব্যগুলো হলো:

- এফআইআর
- জিডি
- আদালতের মাধ্যমে প্রাপ্ত পিটিশন বা অভিযোগ

তদন্তের বেশ কিছু মৌলিক ধরন আছে, যা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কর্মকর্তাগণ তাদের নিয়মিত দায়িত্ব পালনের সময় অবলম্বন করতে পারেন। যেমন–

ক. আইন বা অধ্যাদেশের আওতায় সংঘটিত বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড, যেমন– ডাকাতি, দস্যুতা, চুরি, হত্যা, আঘাত, অবৈধ অস্ত্র, মাদকসংক্রান্ত, নারী নির্যাতন, সন্ত্রাস, অপহরণ ইত্যাদি সংক্রান্ত তদন্ত।

খ. তদন্ত বা অনুসন্ধানের প্রয়োজনে ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের চরিত্র, গ্রহণযোগ্যতা, ব্যক্তির অপরাধ ইতিহাস ইত্যাদি সম্পর্কে তদন্ত।

গ. কোনো বেআইনি পরিস্থিতি, যাকে অবহেলা করলে প্রথাগত অপরাধ সংঘটনের আশঙ্কা আছে, সে সম্পর্কে তদন্ত।

বেআইনি পরিস্থিতি বা অবস্থা বলতে নিম্নলিখিত বিষয়াদি বোঝানো যেতে পারে:

মাদকদ্রব্য বিক্রয়, অবৈধ সম্পদ পরিবহন/পাচার, খারাপ ধরনের অপরাধ (জুয়া, পতিতাবৃত্তি), সড়কে দস্যুতা, দলবদ্ধ অপরাধ, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড, প্রতারণা ও জুয়া, জালিয়াতি, কম্পিউটার সম্পর্কিত অপরাধ। যদিও এ রকম পরিস্থিতিতে কোনো নাগরিকের কাছ থেকে অভিযোগ আসার পরিবর্তে অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্ব-উদ্যোগে তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। ক্ষেত্রবিশেষে এ রকম তদন্ত কার্যক্রম পরিচালিত হবে ব্যক্তি পর্যায়ের অপরাধ সম্পর্কে অভিযোগ থেকে। এ সকল ক্ষেত্রে তদন্ত কাঁযক্রমকে নিবারণমূলক পুলিশি কার্যক্রম হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

একজন তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্তের সময় কী খুঁজে পেতে চেষ্টা করেন? উত্তর হচ্ছে, 'তথ্য-উপাত্ত'। তদন্তকারী কর্মকর্তা সংগৃহীত তথ্য থেকে কী ফলাফল আশা করেন? উত্তর হচ্ছে, 'সাক্ষ্য'। উদ্দেশ্য যা-ই থাকুক, সকল তদন্তেরই উদ্দেশ্য থাকে তথ্য সংগ্রহ ও মূল্যায়ন। তদন্ত কার্যক্রমকে সাক্ষ্য সংগ্রহের মাধ্যম হিসেবে পরিচালিত না করে তথ্য সংগ্রহের মাধ্যম হিসেবে দেখা উচিত। সম্পূর্ণ কার্যক্রম এই বিশ্বাসে পরিচালনা করতে হবে যে, 'তথ্য থেকেই সাক্ষ্য আসে'। এটা উল্লেখ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, তদন্ত কার্যক্রম থেকে যত তথ্য পাওয়া যায় তন্মধ্যে আদালতে উপস্থাপিত তথ্যমূলক সাক্ষ্য নিতান্তই একটি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র। একটি তথ্য আদালতে উত্থাপিত হওয়ার আগে গভীর পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে পরীক্ষা, মূল্যায়ন এবং বাছাই করা হয়।

এই বাছাই প্রক্রিয়া বিভিন্ন পর্যায়ে সংঘটিত হয়, যেমন–

- আইন প্রয়োগকারী পর্যায়ে
- তদন্ত কার্যক্রমের ক্রমঊর্ধ্ব সাংগঠনিক কাঠামোর মধ্যে
- ঘটনার গুরুত্ব ও ব্যাপ্তির ওপর নির্ভর করে প্রশাসনিক বিভিন্ন স্তরে
- বিচারিক কার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে; যার মধ্যে আছে দাখিলকৃত অভিযোগপত্র, মূল বিচার পর্বের পূর্ব পর্যন্ত প্রসিডিং, প্রাক-বিচারিক শুনানির প্রক্রিয়া এবং মূল বিচার পর্বের সময়।

তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক সংগৃহীত সকল তথ্য-উপাত্ত সাক্ষ্য আইন অনুযায়ী আদালতে উপস্থাপনযোগ্য নয়। তথাপি, সংগৃহীত তথ্যাদি তদন্তকারী কর্মকর্তাকে উপযুক্ত সাক্ষ্য নির্বাচনে সাহায্য করে। প্রতিটি তথ্যই কিছু না কিছু মূল্য রাখে।

তদন্তের দুই ধরনের প্রাথমিক উৎস আছে:

- জনগণ
- বস্তু

এগুলো এতই পৃথক যে, তথ্য সংগ্রহ ও মূল্যায়নে প্রতিটি তথ্যের ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয় বিশেষ জ্ঞান ও দক্ষতা। মূলত অপরাধসংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে তদন্তকারী কর্মকর্তা মানব আচরণের নিম্নরূপ আবেগসমূহ নিয়ে কাজ করেন:

- মনস্তাত্ত্বিক
- পরিবেশগত
- সামাজিক

ক্রাইমসিন তদন্তকারী কর্মকর্তা অথবা বিশেষজ্ঞগণ যে বিষয় নিয়ে গবেষণা করেন, তা হলো–

- কখনো মিথ্যা বলে না
- ভুল পথে চালিত করে না
- বিরুদ্ধাচরণ করে না

তদন্তকারী কর্মকর্তা ও বিশেষজ্ঞগণ একে অপরের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, পরস্পর নির্ভরশীল। সে জন্য তারা একে অন্যের দায়-দায়িত্বের বিষয়ে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করবেন। তারা কার্যক্ষেত্রে প্রায়োগিকভাবে সংশ্লিষ্ট এবং এ কারণেই এদের জন্য প্রয়োজন যথাযথ দক্ষতা, শৃঙ্খলা ও পদ্ধতি অনুসরণ।

যথাযথ সাক্ষ্য সংগ্রহ ও বাছাইয়ের জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তাকে পরীক্ষাগার ও এর টেকনিশিয়ানদের দক্ষতার অভাব ও সীমাবদ্ধতার বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে। সংগৃহীত উপকরণের সাক্ষ্য-মূল্য ও ব্যাপ্তি তদন্তকারী কর্মকর্তার যথাযথ দক্ষতার ওপর, তার ক্রাইমসিন থেকে উপাদান সংগ্রহ করার ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভর করে। তদন্তকারী কর্মকর্তা যখন পরীক্ষার জন্য কোনো বস্তুকে পরীক্ষাগারে জমা দেবেন, সে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এর সাক্ষ্য-মূল্য সংরক্ষণের জন্য বিশেষ জ্ঞান ও দক্ষতা না থাকার জন্য তার দায়িত্ব ও কর্তব্যকে এড়িয়ে যেতে পারেন না। এটা উল্লেখযোগ্য যে, বিভিন্ন সময় দেখা গেছে, আদালতের কাছে জনগণ থেকে প্রাপ্ত তথ্য অপেক্ষা ক্রাইমসিন হতে সংগৃহীত উপাদানগুলোর সাক্ষ্য-মূল্য বেশি।

ক্রাইমসিন থেকে সংগৃহীত ফরেনসিক তথ্যসমূহের পাশাপাশি জনগণও ইঞ্জিনের মতো একটি তথ্যযন্ত্রকে চালিত করে। বিশেষ করে যখন বস্তুগত সাক্ষ্যের বিশেষ অভাব পরিলক্ষিত হয়। একজন তদন্তকারী কর্মকর্তাকে তার তথ্য সংগ্রহের ক্ষমতা বা ব্যর্থতার ভিত্তিতে ক্রমাগত মূল্যায়ন করা হয়। তার তথ্য সংগ্রহের উৎস হতে পারে জনগণ, অপরাধী, অপরাধের শিকার, সাক্ষী, ব্যক্তিগত উৎস এবং সাধারণ উৎস। এসব তদন্তমুখী উৎস বা সাক্ষ্যগুলোকে অবজ্ঞা করা উচিত নয়। তদন্তকারী কর্মকর্তাকে অবশ্যই সামাজিক ও অর্থনৈতিক শ্রেণির সকল স্তরের জনগণের সাথে মেশার যোগ্যতা রাখতে হবে। এ জন্য প্রয়োজন চর্চা এবং এটা পরিশুদ্ধ হয় অভিজ্ঞতায়। আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সকল সদস্যকেই মনে রাখতে হবে, তার আশপাশে যে সমস্ত লোকজন বাস করে, কাজ করে এবং চলাফেরা করে তাদেরকে ভালোভাবে চিনতে হবে এবং নৈতিকভাবে তাদের সাথে কখনোই সমঝোতা করা যাবে না।

একজন অপরাধ তদন্তকারী কর্মকর্তাকে অবশ্যই বাস্তবমুখী হতে হবে ও তদন্ত পরিচালনার সময় সব দিকে খেয়াল রাখতে হবে। তার উচিত হবে ঘটনাকে অনুসরণ করে সঠিক পথে থাকা এবং পূর্বনির্ধারিত সমাপ্তিতে পৌঁছানোর জন্য নির্দিষ্ট কোনো বিষয়ের ওপর জোর দিতে গিয়ে একটি তদন্তকে বাধাগ্রস্ত না করা। তাকে অবশ্যই সাক্ষ্য অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে সত্যকে খুঁজতে হবে।

## ১.৮ আরোহী ও অবরোহী পদ্ধতি

| | |
|---|---|
| **আরোহী পদ্ধতি (Inductive Reasoning) -এর সংজ্ঞা** | আরোহী পদ্ধতি হলো পরীক্ষণের ভিত্তিতে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার এমন একটি পদ্ধতি যেখানে কতিপয় বিশেষ পর্যবেক্ষণ বা উপাত্ত পরীক্ষণের মাধ্যমে সম্প্রসারিত পরিসরের একটি সাধারণ তত্ত্বে উপনীত হওয়া যায়। |

| অবরোহী পদ্ধতি (Deductive Reasoning) -এর সংজ্ঞা | অবরোহী পদ্ধতি হলো কোনো পূর্বানুমান পরীক্ষণের এমন একধরনের পদ্ধতি যেখানে একটি বিশেষ তত্ত্ব বা সাধারণ বিবৃতি দিয়ে শুরু হয়ে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন ধারণা পরীক্ষণ শেষে একটি সুনির্দিষ্ট উপসংহারে উপনীত হওয়া যায়। |
|---|---|

**তদন্তে অবরোহী পদ্ধতি (Investigation Deduction Chart)**

| ক্রমিক | সম্ভাবনা | অগ্রাধিকার | বিয়োজন | সিদ্ধান্ত |
|---|---|---|---|---|
| ১. | পায়ের ছাপ অথবা অঙ্গুলি ছাপ সৃষ্টিকারী ব্যক্তিকে পাওয়া গেলে ওই ব্যক্তির জড়িত থাকার সম্ভাবনা সৃষ্টি করবে। | সন্দিগ্ধ ব্যক্তিদেরকে আটক করে ওইরূপ অঙ্গুলি ছাপ সংবলিত ব্যক্তি যদি পাওয়া যায়, তাহলে তার অঙ্গুলি ছাপ সংগ্রহ করে ঘটনাস্থলের ছাপ (যা পূর্বেই সংগৃহীত) বিশেষজ্ঞের কাছে মতামতের জন্য পাঠাতে হবে। | মূল সন্দিগ্ধ ব্যক্তিকে রেখে অপর সন্দিগ্ধ ব্যক্তিদের অব্যাহতি দেয়া যেতে পারে। | বিশেষজ্ঞের মতামত যদি ইতিবাচক পাওয়া যায় তবে ওই ব্যক্তির ঘটনার সাথে জড়িত থাকার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যাবে। |
| ২. | ওই ব্যক্তিকে যারা দেখেছে বা ওই ব্যক্তির ঘটনা সম্পর্কে যারা বলেছে অথবা যারা নিকটবর্তী স্থান থেকে অনুসরণ করেছে, তাদের কাছ থেকে সাক্ষ্য নেয়া প্রয়োজন। | যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ ওই ব্যক্তিকে স্বচক্ষে দেখেছে তাদের কাছ থেকে সাক্ষ্য নিতে হবে। দেখা সাক্ষী না পেলে অনুসরণকারীর সাক্ষ্য নিতে হবে। | যে ব্যক্তি ঘটনা সম্পর্কে কারো মাধ্যমে শুনে সাক্ষ্য দিচ্ছে তার বক্তব্য বাদ দিতে হবে। | ঘটনাটি যারা সরাসরি দেখেছে তাদের কাছ থেকে গৃহীত সাক্ষ্য আদালতে গ্রহণযোগ্য হবে। অপরাধীর অপরাধের সম্পৃক্ততা প্রমাণিত হবে। |
| ৩. | ওই ব্যক্তি অজ্ঞাতসারে ঘটনাস্থলে কিছু কাগজপত্র ফেলে রেখে যায়, যার মধ্যে তার নিজের হাতে লেখা একটি চিরকুট ছিল। | অপরাধীর নিজের হাতে লেখা চিরকুট। | অন্য কারো হাতের লেখা বা অন্যান্য কাগজপত্র। | অপরাধীর নিজের লেখা চিরকুট, হস্তলিপি বিশারদ দ্বারা পরীক্ষাপূর্বক মতামত সংগ্রহ করতে হবে। অপরাধীর অপরাধের সম্পৃক্ততা প্রমাণিত হবে। |

## ১.৯ তদন্তে পুলিশের বিভিন্ন ইউনিটের ক্ষমতা ও এখতিয়ার

- ফৌজদারি মামলা তদন্তের ক্ষমতা প্রধানত পুলিশের। যা দেশের প্রচলিত আইন দ্বারা স্বীকৃত। কাঃ বিঃ ১৫৪ ধারামতে, কোনো ধর্তব্য অপরাধের সংবাদ প্রাপ্তির পর একমাত্র স্থানীয় থানাতেই মামলা রেকর্ড হয়ে থাকে। এরূপ মামলা রেকর্ড হবার পর কাঃ বিঃ ১৫৬ ধারা অনুসারে সংশ্লিষ্ট থানার পুলিশই মামলাটি তদন্তের ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয় এবং কাঃ বিঃ ১৭৩ ধারা মতে প্রদত্ত পুলিশ রিপোর্টের ভিত্তিতে ম্যাজিস্ট্রেট মামলাটি বিচারের জন্য আমলে নেন।

- কোনো কারণবশত যদি থানা পুলিশ কর্তৃক সুষ্ঠু তদন্ত পরিচালনায় ব্যত্যয় ঘটে, সে ক্ষেত্রে পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ মামলার তদন্ত গোয়েন্দা পুলিশের ওপর ন্যস্ত করতে পারেন। অতঃপর গোয়েন্দা পুলিশও থানার মতো একই ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকারী হয়।

- পুলিশের অপর একটি বিশেষ তদন্তকারী সংস্থা সিআইডি। থানা পুলিশ কিংবা গোয়েন্দা পুলিশের তদন্তের পাশাপাশি আন্তঃজেলা অপরাধীদের দ্বারা সংঘটিত অপরাধ হলে কিংবা বাদীপক্ষের আবেদনের প্রেক্ষিতে কখনো কখনো গুরুত্বপূর্ণ মামলাসমূহের তদন্তের দায়িত্ব সিআইডি পুলিশকে দেয়া হয়ে থাকে। এ ছাড়া সিআইডি পুলিশের কতিপয় তফসিলভুক্ত অপরাধ আছে যার বর্ণনা পিআরবি রুল ৬১২ বিধিতে বিধিবদ্ধ করা আছে, সেগুলো থানা পুলিশের তদন্ত সঠিকভাবে না এগোলে সিআইডি কর্তৃপক্ষ স্ব-উদ্যোগে সেগুলোর তদন্ত নিয়ন্ত্রণে নিতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রেও সিআইডি পুলিশ কাঃ বিঃ ১৫৬ ধারার ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে থাকে।
- পুলিশের যে সংস্থাই তদন্ত করুক না কেন পুলিশের তদন্তের উক্তরূপ বিধিবদ্ধ ক্ষমতা কাঃ বিঃ ১৫৬ ধারা মতে স্বীকৃত, তা নিয়ে কোনো প্রশ্ন উত্থাপিত হবার সুযোগ আইনানুগভাবে নেই। উপধারা (২)-এ এটা স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে।
- পুলিশের তদন্তের ফলাফল আদালতকে অবহিত করা হয় পুলিশ রিপোর্টের মাধ্যমে। সেটি একমাত্র চার্জশিট কিংবা ফাইনাল রিপোর্ট আকারে প্রদান করা হয়। পুলিশ রিপোর্ট দাখিলের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত কোনো কর্তৃপক্ষ এমনকি আদালতও তদন্ত সম্পর্কে কোনোরূপ মন্তব্য করতে পারেন না।
- পুলিশের তদন্ত কার্যক্রম শুরু হবার পর তদন্তকারী কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট ঘটনা সম্পর্কে জ্ঞাত যেকোনো ব্যক্তিকে সাক্ষী হিসেবে সাক্ষ্য প্রদানের জন্য লিখিত নোটিশ/সমন দিতে পারেন। [কাঃ বিঃ ১৬০ ধারা] অতঃপর এরূপ সাক্ষী তদন্তকারী কর্মকর্তার সকল প্রশ্নের জবাব দিতে বাধ্য এবং প্রয়োজনে আদালতে হাজির হয়ে সাক্ষ্য প্রদান করবেন মর্মে তদন্তকারী কর্মকর্তার নিকট বন্ড দিতে বাধ্য। [কাঃ বিঃ ১৭০(২)]
- মামলা তদন্তের জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিজ থানা এলাকার বাইরে যেকোনো এলাকায় গমন করতে পারবেন। মামলার আলামত কিংবা চোরাই মালামাল উদ্ধার কার্যে কিংবা আসামি গ্রেপ্তারের জন্য যেকোনো এলাকায় গমন করতে পারেন এবং যেকোনো স্থানে তল্লাশি চালাতে পারেন। এরূপ কার্যে কারো পূর্বানুমতির প্রয়োজন পড়ে না। [কাঃ বিঃ ১৬৫ ও ১৬৬ ধারা এবং পিআরবি রুল-২৮০, ১ম খণ্ড]
- অধর্তব্য অপরাধের সংবাদ প্রাপ্তির পর আদালতের অনুমতি ছাড়া তদন্ত পরিচালনার ক্ষমতা পুলিশের নেই। বিষয়টি সাধারণ ডায়েরিভুক্ত করে তদন্ত পরিচালনার জন্য আদালতের অনুমতি প্রার্থনা করতে হবে। অতঃপর আদালতের অনুমতি পাওয়া গেলে পুলিশি তদন্তের বিধিবদ্ধ নিয়মাবলি অনুসরণ করতে হবে। [কাঃ বিঃ ১৫৫ ধারা এবং পিআরবি রুল-২৬৮]
- ধর্তব্য আপরাধের মামলায় আসামিকে বিনা পরোয়ানায় গ্রেপ্তারের ক্ষমতা পুলিশের তদন্তকারী কর্মকর্তার রয়েছে। কাঃ বিঃ ৫৪(১) ধারা এবং পিআরবি রুল-৩১৬। কিন্তু অধর্তব্য অপরাধের মামলায় আসামি গ্রেপ্তারের পূর্বে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা আবশ্যক।
- আসামি গ্রেপ্তার কিংবা আলামত উদ্ধার অথবা চোরাই মাল উদ্ধারকল্পে পুলিশ যেকোনো স্থানে বিনা পরোয়ানায় তল্লাশি করতে পারে। এতদুদ্দেশ্যে যেকোনো স্থানে প্রবেশের অনুমতি চাইলে সংশ্লিষ্ট স্থানের মালিক তথায় প্রবেশের অনুমতি প্রদানে বাধ্য। যদি সংশ্লিষ্ট স্থাপনা বন্ধ থাকে এবং প্রবেশের অনুমতি যথাযথভাবে চাওয়ার পরও না পাওয়া যায় তাহলে সেখানকার দরজা-জানালা পর্যন্ত ভেঙে পুলিশ তথায় প্রবেশ করতে পারে। [ধারা ৪৬-৪৯ কাঃ বিঃ]। যেকোনো স্থানে তল্লাশিকালীন সংশ্লিষ্ট স্থানের মালিক/দখলদারকে তল্লাশিতে হাজির থাকতে দিতে হবে এবং স্থানীয় দুই বা ততোধিক ব্যক্তিকে তল্লাশিতে সাক্ষী হবার জন্য ডাকতে হবে। [ধারা ১০২/১০৩ কাঃ বিঃ]। পুলিশের এরূপ আহ্বানে সাড়া দিতে অস্বীকার করলে তার বিরুদ্ধে দঃ বিঃ ১৭৪ ধারা মতে প্রসিকিউশন দাখিল করা যাবে।
- তদন্তকারী কর্মকর্তা আসামি গ্রেপ্তারের পর ২৪ ঘণ্টা পর্যন্ত জিজ্ঞাসাবাদের প্রয়োজনে নিজ হেফাজতে রাখতে পারেন [কাঃ বিঃ ৬১ ধারা]। অতঃপর যদি আরো জিজ্ঞাসাবাদের প্রয়োজন হয় কিংবা চোরাই মালামাল/আলামত উদ্ধারকল্পে পুলিশের সঙ্গে আসামিদের উপস্থিতি আবশ্যক হয় সে ক্ষেত্রে আসামিকে অতিরিক্ত সময়ের জন্য আদালতে আবেদন করে পুলিশ রিমান্ডে আনা যেতে পারে। বিভিন্ন দফায় এরূপ পুলিশ রিমান্ডের মেয়াদ ১৫ দিন পর্যন্ত হতে পারে। অবশ্য মনে রাখতে হবে– যদি আদালত থেকে আসামিকে পুলিশ রিমান্ডে গ্রহণ করা হয় তাহলে রিমান্ডকাল গণনার দিন পরের দিন থেকে শুরু হবে। অপরদিকে, জেলখানা হতে আসামি রিমান্ডে নেয়া হলে যেহেতু কারা কর্তৃপক্ষ সকালেই আসামি হস্তান্তর করে থাকেন সেহেতু ওই দিন থেকেই রিমান্ডকাল গণনায় ধরতে হবে। তবে তদন্তকারী কর্মকর্তার রিমান্ডের উদ্দেশ্য সফল হলে রিমান্ডের মেয়াদ হাতে থাকা সত্ত্বেও আসামিকে অহেতুক পুলিশ হেফাজতে না রেখে আদালতে পাঠিয়ে দেয়াই উত্তম। [ধারা-১৬৭ কাঃ বিঃ এবং পিআরবি রুল-৩২৪]

- একজন তদন্তকারী কর্মকর্তার প্রধান দায়িত্ব হলো সংশ্লিষ্ট মামলার ভিকটিম/ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে সুরক্ষা দেয়া এবং সহায়তা করা। ভিকটিমকে আশ্বস্ত করা যে, ভবিষ্যতে তিনি আর কোনো ক্ষতির শিকার হবেন না এবং পুলিশ সার্বক্ষণিক তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে। তাহলেই তদন্তকার্যে ভিকটিমের সহায়তা পাওয়া যাবে। অন্যথায় ভিকটিম কোনোরূপ তথ্য প্রদানে বিরত থাকবে। ফলে তদন্তকার্য ব্যাহত হবে।

- বিশেষত নারী ও শিশু নির্যাতনের মামলায় ভিকটিম বা দণ্ডবিধিতে বর্ণিত শারীরিক জখমের মামলার ভিকটিমদের শারীরিকভাবে পরীক্ষা করার অধিকার তদন্তকারী কর্মকর্তার রয়েছে। এ ক্ষেত্রে মহিলাদের পরীক্ষা করার জন্য মহিলা পুলিশ কিংবা অপর কোনো মহিলাকে ব্যবহার করতে হবে, যেন কোনো প্রকার শালীনতা বিঘ্নিত হবার প্রশ্ন না উঠতে পারে। ভিকটিমদেরকে চিকিৎসা কিংবা ডাক্তারি পরীক্ষা করানোর জন্য এবং প্রয়োজনে আদালতে ম্যাজিস্ট্রেট-এর নিকট উপস্থাপনের জন্য মহিলা পুলিশের সাহায্য নেয়া বাঞ্ছনীয়।

- মামলার তদন্তকালীন আসামি গ্রেপ্তারের ব্যাপক ক্ষমতা যেভাবে আইনে পুলিশকে দেয়া হয়েছে তদ্রূপ গ্রেপ্তারকৃত আসামির বিরুদ্ধে পর্যাপ্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়া না গেলে তাকে জামিনে মুক্তি দেয়ার ক্ষমতাও পুলিশের রয়েছে। একজন ম্যাজিস্ট্রেট আসামি জামিন দেয়ার ব্যাপারে যেরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন, থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাও একই রূপ ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকারী। [ধারা-৪৯৬, ৪৯৭(২) কাঃ বিঃ]

- মামলা তদন্তের পর্যায়ে যদি কোনো গ্রেপ্তারকৃত আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণের মতো পর্যাপ্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ না পাওয়া যায় সে ক্ষেত্রে আসামিকে অহেতুক হাজতবাস না করিয়ে অবিলম্বে মুক্তি দেয়ার জন্য অন্তর্বর্তীকালীন প্রতিবেদন দাখিল করা যেতে পারে। [কাঃ বিঃ ১৬৯ ধারা]

- থানায় দায়েরকৃত মামলা ছাড়াও সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি সরাসরি আদালতে মামলা দায়ের করতে পারেন। আদালতে দায়েরকৃত মামলাকে সি আর কেস বল হয়। আদালত সরাসরি মামলা আমলে নিয়ে আসামির বিরুদ্ধে সমন/ওয়ারেন্ট দিতে পারেন। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ধর্তব্য অপরাধের বেলায় আদালত সংশ্লিষ্ট অভিযোগ এফআইআর হিসেবে গণ্য করে তদন্তের ব্যবস্থা করার জন্য থানা পুলিশের নিকট পাঠিয়ে থাকেন। এরূপ মামলার তদন্তের ক্ষেত্রেও পুলিশকে বিধিবদ্ধ নিয়মাবলি অনুসরণ করতে হয়।

- পুলিশের বিরুদ্ধে পরিচালিত বিচার বিভাগীয় তদন্তে অভিযুক্ত ব্যতিরেকে একজন পুলিশ অফিসার সেখানে উপস্থিত থাকতে পারবেন (পিআরবি রুল-২৯)।

- পিবিআই পুলিশের নবসৃষ্ট একটি বিশেষায়িত তদন্ত সংস্থা। থানা পুলিশের ও জেলা গোয়েন্দা পুলিশের পাশাপাশি পিবিআই নিজস্ব তফসিলভূক্ত অপরাধের তদন্ত পরিচালনা করে। এ ছাড়াও আদালত এবং ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ কর্তৃক সময় সময় নির্দেশিত মামলার তদন্ত কার্য পরিচালনার জন্য ক্ষমতাবান।

# দ্বিতীয় অধ্যায়

## প্রাথমিক তথ্য বিবরণী (এফআইআর)

# প্রাথমিক তথ্য বিবরণী (এফআইআর)

**অধ্যায়ের প্রত্যাশিত ফলাফল**

১। প্রাথমিক তথ্য বিবরণী বা এফআইআর সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন

২। এফআইআর গ্রহণকালে করণীয় ও বর্জনীয় বিষয়াদি সম্পর্কে স্পষ্ট জ্ঞানলাভ

৩। এফআইআর-এর সম্ভাব্য ত্রুটি-বিচ্যুতি ও প্রতিকার সম্পর্কে জ্ঞানলাভ

## ২.১ আমলযোগ্য বা ধর্তব্য অপরাধ

ফৌজদারি কার্যবিধি অথবা কোনো বিশেষ আইনবলে যে সমস্ত অপরাধের অপরাধীদেরকে পুলিশকে বিনা পরোয়ানায় গ্রেপ্তার করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে সেগুলো ধর্তব্য অপরাধ বলে বিবেচিত। দণ্ডবিধিতে বর্ণিত অপরাধের ক্ষেত্রে ধর্তব্য অপরাধ বলতে ফৌজদারি কার্যবিধির ২য় তফসিল মোতাবেক চিহ্নিত অপরাধসমূহকে বোঝানো হয়েছে। অন্যান্য সকল আইনে ধর্তব্য অপরাধকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

## ২.২ এফআইআর -এর সংজ্ঞা

| | |
|---|---|
| **এফআইআর বা প্রাথমিক তথ্য বিবরণী** | কোনো ধর্তব্য অপরাধ সংঘটনের বিষয়ে থানার অফিসার ইনচার্জ-এর নিকট কোনো সংবাদদাতা প্রথমে যে সংবাদ দেন তা বিপি ফরম নং-২৭ মোতাবেক থানার সংশ্লিষ্ট রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করে সংবাদদাতাকে পাঠ করে শুনিয়ে তার স্বাক্ষর গ্রহণ করার পর অফিসার ইনচার্জ নিজ নাম স্বাক্ষর ও সিলমোহর দেবেন। উক্ত রেকর্ডকৃত তথ্যকে First Information Report (FIR) বা প্রাথমিক তথ্য বিবরণী বলা হয়।<br>**সূত্র:** *ধারা-১৫৪ ফৌঃ কাঃ বিঃ এবং পিআরবি রুল ২৪৩* |

## ২.৩ এফআইআর -এর প্রকারভেদ

FIR মূলত দুই প্রকার: (ক) মৌখিক এবং (খ) লিখিত।

(ক) সংবাদদাতার মৌখিক বিবরণীর ভিত্তিতে থানার অফিসার ইনচার্জ কর্তৃক যে এফআইআর রুজু করা হয় তাকে মৌখিক FIR বলা হয়।

(খ) কোনো কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে বাদী কর্তৃক প্রেরিত লিখিত দরখাস্তকে থানার অফিসার ইনচার্জ এফআইআর হিসেবে গণ্য করতে পারেন। কোনো সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি আদালতেও লিখিত অভিযোগ বা নালিশি পিটিশন দাখিল করতে পারেন। এ ক্ষেত্রে আদালত অভিযোগটি সংশ্লিষ্ট থানার অফিসার ইনচার্জকে প্রাথমিক তদন্তপূর্বক বা সরাসরি এফআইআর হিসেবে গণ্য করার আদেশ দিতে পারেন। এ ধরনের এফআইআরকে লিখিত FIR বলা হয়।

## ২.৪ কোন ধরনের ঘটনায় এজাহার হবে

- বিষয়টি অবশ্যই কোনো ঘটনা সম্পর্কিত তথ্য হতে হবে, রটনা নহে।
- ঘটনাটি বাংলাদেশের সীমানা এবং সংশ্লিষ্ট থানার সীমানা এলাকার মধ্যে সংঘটিত হতে হবে।
- ঘটনাটি অবশ্যই ধর্তব্য অপরাধ সম্পর্কিত হতে হবে।

### ২.৪.১ কোন ধরনের সংবাদকে এফআইআর হিসেবে গণ্য করা যাবে না: পিআরবি-২৪৩ (ঘ, ঞ)

- ডাকযোগে প্রেরিত পত্র
- এসএমএস
- টেলিফোন/মোবাইল ফোনে প্রেরিত তথ্য
- নাম, ঠিকানা ও স্বাক্ষরবিহীন আবেদন
- ফ্যাক্সবার্তা
- ই-মেইল
- পত্রপত্রিকার রিপোর্ট
- পিআরবি-২৫৪ অনুযায়ী ক্ষেত্রসমূহ

**২.৪.২ নোটঃ** গুজবের ভিত্তিতে এফআইআর রুজু করা যাবে না। কারণ এ ক্ষেত্রে এফআইআর-এ অভিযোগকারীর স্বাক্ষর গ্রহণের এবং তার নাম-পরিচয় যাচাই করার সুযোগ থাকে না। এ সকল ক্ষেত্রে থানার অফিসার ইনচার্জ বিষয়টি জেনারেল ডায়েরিতে নোট করে তাৎক্ষণিকভাবে একজন অফিসারকে ঘটনাস্থলে প্রেরণপূর্বক যাচাই করে ঘটনার সত্যতা প্রমাণ পাওয়া গেলে প্রাথমিক অনুসন্ধানকারী পুলিশ অফিসার অথবা অফিসার ইনচার্জ নিজে বাদী হয়ে মামলা রুজু করতে পারবেন।

## ২.৫ এফআইআর বা প্রাথমিক তথ্য দাখিলকারীর সাথে আচরণ

(ক) এফআইআর তথ্য প্রদানকারীর সাথে অবশ্যই মার্জিত ও সুশীল আচরণ নিশ্চিত করতে হবে।
(খ) এফআইআর তথ্য প্রদানকারী নিজে যদি ভিকটিম হয়ে থাকেন, তাহলে তাকে তাৎক্ষণিক প্রাথমিক চিকিৎসাসহ (প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে) সহানুভূতিশীল আচরণ করতে হবে।
(গ) আসামি গ্রেপ্তার/মালামাল উদ্ধারের প্রয়োজনে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
(ঘ) অপরাধীদের পক্ষ থেকে নিরাপত্তাজনিত হুমকি থাকলে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
(ঙ) বাদীকে এফআইআর-এর কপি প্রদান করতে হবে।
(চ) তদন্ত শেষে বাদীকে তদন্ত ফলাফল জানাতে হবে।
(ছ) এফআইআর প্রদানকারী/বাদীকে আস্থায় এনে তদন্তসহায়ক তথ্যাদি সংগ্রহ করতে হবে।
(জ) ভিকটিম নারী/ শিশু অথবা পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠী (নৃগোষ্ঠী, সংখ্যালঘু) হলে তাদের সঙ্গে জেন্ডার সংবেদনশীল আচরণ করতে হবে।

## ২.৬ এফআইআর নেয়ার পদ্ধতি

- ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি, ঘটনার প্রত্যক্ষ সাক্ষী, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির নিকটস্থ ব্যক্তি, যিনি ঘটনা সম্পর্কে বিশেষভাবে অবগত এমন সুস্থ, সচেতন, সুবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি স্বপ্রণোদিত হয়ে অফিসার ইনচার্জের নিকট এফআইআর দায়ের করতে পারবেন। অফিসার ইনচার্জ ঘটনাস্থলে প্লেইন পেপার এজাহার গ্রহণ করতে পারবেন।
- ফৌজদারি কার্যবিধির ১৫৪ ধারা মোতাবেক লিখিত অথবা মৌখিক যেভাবেই সংবাদ আসুক না কেন, থানার অফিসার ইনচার্জ নিজে অথবা তার নির্দেশ মোতাবেক অন্য কোনো অফিসার থানায় রক্ষিত রেজিস্টার বহিতে পিআরবি রুল ২৪৩-এ প্রদত্ত নির্দেশনা মোতাবেক বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক বিপি ফরম নং ২৭-এ এফআইআর লিপিবদ্ধ করবেন :
- থানার অফিসার ইনচার্জ ঘটনাস্থলে সাদা কাগজে এফআইআর গ্রহণপূর্বক থানায় প্রেরণ করে এজাহার রেকর্ড করা।
- রেকর্ডকৃত তথ্য সংবাদদাতাকে পাঠ করে শুনিয়ে তাতে সংবাদদাতার স্বাক্ষর/টিপসহি গ্রহণ করা।
- থানার অফিসার ইনচার্জ কর্তৃক উক্ত এফআইআর-এ তারিখসহ স্বাক্ষর ও সিলমোহর প্রদান করা।
- এফআইআর সংবাদদাতার নিজ বর্ণনা মোতাবেক লিপিবদ্ধ করা।
- ঘটনা সংঘটনের এবং থানায় এফআইআর দায়ের করার মধ্যকার সময়ের উপযুক্ত ব্যাখ্যা এফআইআর-এ উল্লেখ করা।
- বাদী এবং আসামিদের নাম-ঠিকানা পূর্ণাঙ্গভাবে সংশ্লিষ্ট কলামে লিপিবদ্ধ করা।
- সংশ্লিষ্ট আইনের ধারা এবং অপরাধের সংক্ষিপ্ত বিবরণী সংশ্লিষ্ট কলামে উল্লেখ করা।
- ঘটনার সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ও শনাক্তকৃত অভিযুক্ত অপরাধী এবং তাদের সহায়তাকারী ব্যক্তিদের বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা।

- প্রত্যক্ষভাবে জড়িত আসামিদের নাম, পরিচয় ও ঠিকানা প্রাথমিক তথ্য বিবরণীর প্রথম পাতার ২ নং কলামে অন্তর্ভুক্ত করা।
- পরোক্ষভাবে জড়িত অপরাধী এবং সন্দিগ্ধদের নাম ২য় পৃষ্ঠার বিবরণীতে বিস্তারিত উল্লেখ করা।
- ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী, আহত, নিহত, ক্ষতিগ্রস্ত, ভিকটিমদের পূর্ণ নাম-পরিচয় ও ঠিকানা বিবরণীতে উল্লেখ করা।
- ডাকাতি, দস্যুতা, চুরি মামলায় লুণ্ঠিত/চোরাই মালামালের তালিকা, শনাক্তকরণ চিহ্নসহ বিস্তারিত বিবরণ, আনুমানিক মূল্য ইত্যাদি উল্লেখ করা।
- আহত ও নিহত ব্যক্তির আহত-নিহতের কারণ, আঘাতের কারণে জখমের ধরন, আঘাতের জন্য ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্রের বিবরণ উল্লেখ করা।
- ডাকাতি, দস্যুতাসহ সংঘবদ্ধ অপরাধীদের কৃত অপরাধের ক্ষেত্রে অপরাধের কর্মপদ্ধতি (Modus Operandi) অপরাধীর শারীরিক গঠনের বিবরণ, আচরণ, কথিত ভাষা, বিশেষ সাংকেতিক চিহ্ন, পোশাক, আনুমানিক বয়স, ব্যবহৃত অস্ত্র, আগমন-প্রস্থানের রাস্তা, অপরাধীদের সংখ্যা, কতক্ষণ অবস্থান করেছিল ইত্যাদি বিবরণে উল্লেখ করা।
- দাঙ্গা-হাঙ্গামা, দুর্ঘটনা ইত্যাদি ঘটনার ক্ষেত্রে মোট ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ এবং পরিমাণ উল্লেখ করা।
- ঘটনার সময় বাদী, ভিকটিম ও সাক্ষীদের ঘটনাস্থলে উপস্থিতির কারণ, তাদের অবস্থানস্থল, আসামিদের শনাক্তকরণের মাধ্যম এবং কে, কীভাবে ঘটনা সম্পর্কে অবহিত হয়েছে ইত্যাদির বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ করা।
- অপরাধীদের কৃত অপরাধের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং আইনের সংশ্লিষ্ট ধারা উল্লেখ করা।
- ঘটনাস্থলের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ, ডাকাতি মামলার ক্ষেত্রে থানা হতে ঘটনাস্থলে যোগাযোগ ব্যবস্থার বিবরণ উল্লেখ করা।
- ঘটনাস্থলে অপরাধীদের ফেলে যাওয়া বস্তুগত সাক্ষ্যসহ সকল আলামতের বর্ণনা উল্লেখ করা।

বিঃ দ্রঃ নমুনা এজাহার ও এফআইআর ফরম পরিশিষ্ট-২০.২; ২০.৩-এ সংযুক্ত।

## ২.৭ এফআইআর-এর মূল উপাদানসমূহ

এফআইআর রুজু করার সময় অবশ্যই নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ নিশ্চিত করতে হবে:

‘কী ঘটনা, কে করেছে, কীভাবে করেছে, কোথায় করেছে, কখন করেছে, কে দেখেছে, কী দেখেছে, কে সহায়তাকারী ছিল’

| | | |
|---|---|---|
| কে | : | (১) কে/কারা অপরাধ সংঘটন করেছে (অপরাধীর বিস্তারিত পরিচয়)।<br>(২) কে/কারা অপরাধ সংঘটন করতে দেখেছে/শুনেছে। |
| কী | : | কী ধরনের অপরাধ সংঘটিত হয়েছে তার বিস্তারিত বিবরণ। |
| কখন | : | কখন ঘটনা ঘটেছে (অপরাধ সংঘটনের সংবাদ পুলিশ বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষকে জানানোর সময়)। |
| কোথায় | : | ঘটনাস্থল, বস্তুগত সাক্ষ্য প্রাপ্তিস্থলের বিস্তারিত বিবরণ ইত্যাদি। |
| কীভাবে | : | ঘটনা কীভাবে, কীসের দ্বারা সংঘটিত হয়েছে এবং মোডাস অপারেন্ডি কী? |
| কেন | : | ঘটনাটি সংঘটনের পেছনে জানা মতে বা সম্ভাব্য কী কী কারণ ছিল? |
| সহায়তাকারী | : | অপরাধ সংঘটনকালে অপরাধীর সহায়তাকারী কে/কারা ছিল, তাদের শনাক্তকরণ বৈশিষ্ট্যসমূহ কী ছিল তার বর্ণনা। |

এফআইআর-এ পূর্ণাঙ্গ তথ্য সন্নিবেশ করতে '11 W' পদ্ধতিতে সংবাদদাতাকে পরীক্ষা করা যেতে পারে, যথা:

| | |
|---|---|
| 1st W | What information do you want to give? |
| 2nd W | What capacity? (a) eye witness (b) hearsay |
| 3rd W | Who committed? (with physical and social description) |
| 4th W | Whom? |
| 5th W | When? |
| 6th W | Where? (including the direction and distance from the police station) |
| 7th W | Why? |
| 8th W | How? (a) Details of act or acts by each accused (b) Description of arms and weapons used (C) Modus operandi (d) Modes of arrival and departure with direction of the offenders from the crime scene (e) Description of the vehicle if any used by the offenders (f) Description of the injury of the victim and the offender, if any; |
| 9th W | Who witnessed (details with sequence and activities done in the crime scene) |
| 10th W | What they (accused) carried? (Right and title of the stolen property with documents) |
| 11th W | What they (accused) left? (Detailed description) |

**২.৮ এফআইআর ফরম পূরণকালে লক্ষণীয় বিষয়সমূহ**

এফআইআর ফরম পূরণের সময় ফরমে বিবৃত সকল কলাম যথাযথভাবে পূরণসহ নিম্নে বর্ণিত তথ্যসমূহ সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করতে হবে:

(ক) থানা ও জেলার নাম।
(খ) মামলার মাসিক ক্রমিক নম্বর ও বাৎসরিক ক্রমিক নম্বর।
(গ) এজাহার গ্রহণের তারিখ ও সময়।
(ঘ) এজাহার থানা হতে কোর্ট/পুলিশ সুপার অফিসে প্রেরণের তারিখ ও সময়।
(ঙ) ঘটনাস্থলের নাম, অবস্থান, থানা হতে দূরত্ব ও দিক, মৌজা/বিট নং।
(চ) সংবাদদাতা/অভিযোগকারীর নাম, ঠিকানা ও ফোন নম্বর (জাতীয় পরিচয়পত্র থাকলে, পরিচয়পত্র নং)।
(ছ) অভিযুক্তের নাম ও ঠিকানা।
(জ) ধারাসহ অভিযোগ এবং লুণ্ঠিত মালের বিবরণসহ তালিকা।
(ঝ) তদন্তের জন্য গৃহীতব্য ব্যবস্থা এবং এজাহার রেকর্ডে বিলম্বের কারণ।
(ঞ) মামলার বিচার শেষে ফলাফল সন্নিবেশ করার জন্য নির্দিষ্ট কলাম খালি রাখা।
(ট) মামলা রেকর্ডিং অফিসারের স্বাক্ষর, তারিখ, পদমর্যাদা ও বিপি নং।
(ঠ) লিখিত ও মৌখিক উভয় প্রকার এজাহারের ক্ষেত্রে সংবাদদাতার স্বাক্ষর/টিপসহি এবং এজাহার গ্রহণকারীর স্বাক্ষর।
(ড) বাদীর পক্ষে যিনি এজাহার নিয়ে আসবেন তাকে পুলিশ অফিসারের সামনে লিখিত দিতে হবে। আমি বাদীর স্বাক্ষর চিনি, শনাক্ত করে নাম ঠিকানাসহ স্বাক্ষর করবেন। তদন্তকালে তার জবানবন্দি ফৌঃ কাঃ বিঃ ১৬১ ধারা মতে নিতে হবে।

**তা ছাড়া নিম্নলিখিত বিষয়গুলো লক্ষ্য রাখতে হবে**

- ঘটনার সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ও শনাক্তকৃত অভিযুক্ত অপরাধী এবং তাদের সহায়তাকারী ব্যক্তিদের বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা।
- প্রত্যক্ষভাবে জড়িত আসামিদের নাম, পরিচয় ও ঠিকানা প্রাথমিক তথ্য বিবরণীর প্রথম পাতার ২ নং কলামে অন্তর্ভুক্ত করা।
- পরোক্ষভাবে জড়িত অপরাধী এবং সন্দিগ্ধদের নাম ২য় পৃষ্ঠার বিবরণীতে বিস্তারিত উল্লেখ করা।
- ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী, আহত, নিহত, ক্ষতিগ্রস্ত, ভিকটিমদের পূর্ণ নাম-পরিচয় ও ঠিকানা বিবরণীতে উল্লেখ করা।
- ডাকাতি, দস্যুতা, চুরি মামলায় লুণ্ঠিত/চোরাই মালামালের শনাক্তকরণ চিহ্নসহ বিস্তারিত বিবরণ, আনুমানিক মূল্য ইত্যাদি উল্লেখ করা।
- আহত-নিহত ব্যক্তির আহত-নিহতের কারণ, আঘাতের কারণে জখমের ধরন, আঘাতের জন্য ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্রের বিবরণ উল্লেখ করা।
- ডাকাতি, দস্যুতাসহ সংঘবদ্ধ অপরাধীদের কৃত অপরাধের ক্ষেত্রে অপরাধের কর্মপদ্ধতি (Modus Operendi) শারীরিক গঠনের বিবরণ, আচরণ, কথিত ভাষা, বিশেষ সাংকেতিক চিহ্ন, পোশাক, আনুমানিক বয়স, ব্যবহৃত অস্ত্র, আগমন-প্রস্থানের রাস্তা, অপরাধীদের সংখ্যা, কতক্ষণ অবস্থান করেছিল ইত্যাদি বিবরণে উল্লেখ করা।
- দাঙ্গা-হাঙ্গামা, দুর্ঘটনা ইত্যাদি ঘটনার ক্ষেত্রে মোট ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ এবং পরিমাণ উল্লেখ করা।
- ঘটনার সময় বাদী, ভিকটিম ও সাক্ষীদের ঘটনাস্থলে উপস্থিতির কারণ, তাদের অবস্থানস্থল, আসামিদের শনাক্তকরণের মাধ্যম এবং কে, কীভাবে ঘটনা সম্পর্কে অবহিত হয়েছে ইত্যাদির বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ করা।
- অনেক মামলার ঘটনায় বাদী বা সাক্ষীগণ অপরাধীর শারীরিক, পোশাক-পরিচ্ছদ, ভাষা ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের বর্ণনা প্রদান করে থাকেন। এ ক্ষেত্রে এজাহারে বাদী বা সাক্ষীগণ পরবর্তীতে সন্দিগ্ধ ব্যক্তিকে দেখলে চিনতে পারবে মর্মে এজাহারে উল্লেখ করতে হবে। তা না হলে পরবর্তীতে শনাক্তকরণ মহড়া আদালতে প্রশ্নবিদ্ধ হবে।
- অপরাধীদের কৃত অপরাধের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং আইনের সংশ্লিষ্ট ধারাসহ উল্লেখ করা।

## ২.৯ এফআইআর-এর ত্রুটি-বিচ্যুতি

(ক) এফআইআর দায়ের করার সময় 'কী ঘটনা, কে করেছে, কীভাবে করেছে, কোথায় করেছে, কখন করেছে, কে দেখেছে, কী দেখেছে, কে সহায়তাকারী ছিল'– এ বিষয়গুলো নিশ্চিত করা। এফআইআরে এ সকল বিষয়ের একটিরও অনুপস্থিতি বড় ত্রুটি।
(খ) এফআইআর রেকর্ড করে বাদীকে পাঠ করে না শোনানো।
(গ) থানায় উপস্থিত জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা কর্তৃক এফআইআর রেকর্ড না করা।
(ঘ) ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ এবং চোরাই/লুণ্ঠিত মালামালের শনাক্তকরণ চিহ্ন, আনুমানিক মূল্যসহ পূর্ণাঙ্গ তালিকা উল্লেখ না করা।
(ঙ) বাদীর ভাষা পরিবর্তন করা।
(চ) একাধিক দিনে সংঘটিত ঘটনায় একটি মামলা রুজু করা।
(ছ) আহত/নিহত ব্যক্তির আহত/নিহতের কারণ, ব্যবহৃত অস্ত্রের ধরন এবং জখমের প্রকৃতি উল্লেখ না করা।
(জ) এফআইআর রুজুতে বিলম্বের কারণ উল্লেখ না করা।
(ঝ) অসতর্ক জিজ্ঞাসাবাদ ও তাড়াতাড়ি এজাহার করতে গিয়ে প্রাসঙ্গিক বিষয় বাদ পড়া।
(ঞ) না বোধক এবং পরস্পরবিরোধী কথা লিপিবদ্ধ করা।
(ট) অপরাধ প্রক্রিয়া উল্লেখ না করা।
(ঠ) অভিযুক্তের সার্বিক বর্ণনা এবং শনাক্তকরণ চিহ্ন বাদ পড়া।
(ড) সাক্ষীদের অবস্থান বা চাক্ষুষ সাক্ষীর নাম বাদ পড়া।
(ঢ) চোরাই মালের মূল্য বা ক্ষতির মূল্য উল্লেখ না করা
(ণ) অপরাধীর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আচরণ উল্লেখ না করা।

(ত) অপরাধী শনাক্তকরণের পরিস্থিতি উল্লেখ না করা।
(থ) অপরাধের পূর্বে অপরাধীদের সমবেত হওয়ার স্থানে বা অপরাধস্থলে ফেলে যাওয়া বস্তুগত সাক্ষ্য সম্পর্কে উল্লেখ না করা।
(ধ) এজাহারে এজাহারদাতার বা এজাহার গ্রহণকারীর স্বাক্ষর/টিপসহি না থাকা।
(ন) অপরাধীদের আগমন ও প্রস্থান সম্পর্কিত সময় ইত্যাদি উল্লেখ না থাকা।
(প) অপরাধীদের কথোপকথনের ভাষা, আনুমানিক বয়স, পোশাক-পরিচ্ছদ সম্পর্কে বর্ণনা না থাকা।
(ফ) মূল ঘটনার বিষয় সুনির্দিষ্টভাবে বর্ণনা না করা।

## ২.১০ এফআইআর নেয়ার ক্ষেত্রে করণীয়

- লিখিত অথবা মৌখিক যেভাবেই সংবাদ আসুক না কেন থানার অফিসার ইনচার্জ নিজে অথবা তার নির্দেশ মোতাবেক অন্য কোনো অফিসার ফৌজদারি কার্যবিধির ১৫৪ ধারা মোতাবেক সংশ্লিষ্ট বিপি ফরমে থানায় রক্ষিত রেজিস্টার বহিতে পিআরবি রুল ২৪৩-এ প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসরণ করে বিপি ফরম নং ২৭-এ এফআইআর লিপিবদ্ধ করবেন।
- থানার অফিসার ইনচার্জ উক্ত এফআইআর-এ তারিখসহ স্বাক্ষর ও সিলমোহর প্রদান করবেন।
- ঘটনার সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ও শনাক্তকৃত অভিযুক্ত অপরাধী এবং তাদের সহায়তাকারী ব্যক্তিদের বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।
- প্রত্যক্ষভাবে জড়িত আসামিদের নাম, পরিচয় ও ঠিকানা প্রাথমিক তথ্য বিবরণীর প্রথম পাতার ২ নং কলামে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- পরোক্ষভাবে জড়িত অপরাধী এবং সন্দিগ্ধদের নাম ২য় পৃষ্ঠার বিবরণীতে বিস্তারিত উল্লেখ করতে হবে।
- ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী, আহত, নিহত, ক্ষতিগ্রস্ত, ভিকটিমদের পূর্ণ নাম-পরিচয় ও ঠিকানা বিবরণীতে উল্লেখ করতে হবে।
- ডাকাতি, দস্যুতা, চুরি মামলায় লুণ্ঠিত/চোরাই মালামালের শনাক্তকরণ চিহ্নসহ বিস্তারিত বিবরণ, আনুমানিক মূল্য ইত্যাদি উল্লেখ করতে হবে।
- এফআইআর রেকর্ড করে বাদীকে পাঠ করে শোনাতে হবে।
- এফআইআর প্রদানকারীর সাথে মার্জিত ও সুশীল আচরণ নিশ্চিত করতে হবে।
  এফআইআর রজুর পর CDMS এ-এন্ট্রি প্রদান করতে হবে।
  এফআইআর প্রদানকারী নিজে যদি ভিকটিম হয়ে থাকেন, তাহলে তাকে তাৎক্ষণিকভাবে প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদানসহ (প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে) সহানুভূতিশীল আচরণ করতে হবে।

## ২.১১ এফআইআর-এর সাক্ষ্য-মূল্য

সাক্ষ্য আইন-এর ৩২ ধারা মতে FIR-কে Relevant and Supporting Evidence হিসেবে করা গণ্য হয়। ঘটনা স্মরণ রাখার স্বার্থে বাদী এফআইআর-এর একটি কপি সংরক্ষণ করতে পারবেন।
**নোট:** বিচারকালে কোর্টে সাক্ষ্য প্রদানের সময় থানায় প্রদত্ত এজাহারের সাথে বাদীর প্রদত্ত জবানবন্দির অসঙ্গতিসমূহকে তার বিপক্ষে ব্যবহার করার সুযোগ রয়েছে। কাজেই এফআইআর রুজুর সময় যথাযথ সতর্কতার সাথে প্রয়োজনীয় সকল তথ্য সন্নিবেশিত করতে হবে।

## ২.১২ এফআইআর প্রেরণ পদ্ধতি: (পিআরবি ২৪৬)

(ক) FIR থানায় রেকর্ড হওয়ার পরপরই এর মূল কপি অনতিবিলম্বে বিশেষ বাহক মারফত কগনিজেন্স ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট প্রেরণ করতে হবে। একই সঙ্গে প্রথম কার্বন কপি পুলিশ সুপারের নিকট এবং একটি স্পষ্ট কপি (কার্বন কপি নয়) সার্কেল এএসপিকে প্রেরণ করতে হবে।

(খ) পার্শ্ববর্তী থানার সীমান্তে ০৩ (তিন) মাইলের মধ্যে সংঘটিত কোনো সংঘবদ্ধ অপরাধের (ডাকাতি, দস্যুতা, সিঁধেল চুরি, চুরি ইত্যাদি) মামলার এফআইআর-এর কপি সীমান্তবর্তী থানায় প্রেরণ করতে হবে। সংশ্লিষ্ট অফিসার ইনচার্জ এফআইআর প্রাপ্তির পর থানার জেনারেল ডায়েরিতে লিপিবদ্ধ করবেন, অপরাধ চিত্রে চিহ্নিত করবেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

## ২.১৩ বিবিধ

### (ক) আইনের যথাযথ ধারায় মামলা রুজু করতে হবে

প্রকৃতপক্ষে যে ধরনের ঘটনা ঘটেছে সেটা বিবৃত করেই পেনালকোড অথবা সংশ্লিষ্ট আইনের বর্ণিত ধারায় মামলা রুজু করতে হবে।

**নোট:** ডাকাতি মামলাকে দস্যুতা অথবা চুরি এবং হত্যা মামলাকে আত্মহত্যা অথবা দুর্ঘটনা হিসেবে মামলা রুজু করা পেনালকোড ১৬৭/২১৮ ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এ ধরনের ঘটনায় অনেক পুলিশ অফিসারকে বিভাগীয় মামলায় অথবা কোর্টে জবাবদিহির মুখোমুখি হতে হয়েছে।

### (খ) এজাহার গ্রহণে বিলম্ব অথবা অস্বীকৃতি আইনগত অপরাধ

কোনো সুস্থ, সচেতন, বিবেকবান এবং ধর্তব্য অপরাধের শিকার অথবা ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী কোনো ব্যক্তি থানায় হাজির হয়ে কোনো অভিযোগ করলে ঘটনার সত্যতা যাচাই করা বা অন্য কোনো অজুহাতে এজাহার গ্রহণে বিলম্ব করা আইনগত অপরাধ। এমনকি, গুরুতর আহত কোনো ব্যক্তির মেডিকেল সার্টিফিকেট প্রাপ্তির অজুহাতেও মামলা রুজুতে বিলম্ব করা যাবে না। বরং এ ক্ষেত্রে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিজ দায়িত্বে আহত ব্যক্তিকে হাসপাতালে প্রেরণপূর্বক তার চিকিৎসার এবং সার্টিফিকেট সংগ্রহের ব্যবস্থা করবেন (পিআরবি ২৪৩ ও ৩১২)।

**নোট:** এফআইআর গ্রহণে বিলম্ব পেনালকোড-এর ১৬৬/২১৭ ধারার অপরাধ।

### (গ) এফআইআর পরিবর্তন করা যাবে না

যেকোনো ধর্তব্য অপরাধের বিষয়ে থানায় এফআইআর রুজু হওয়ার পর হতে কোনো পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন, বিয়োজন করা যাবে না। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনে বাদীর নিকট থেকে সম্পূরক এফআইআর নিয়ে প্রাপ্ত তথ্য থানার সাধারণ ডায়েরিতে নোট করে মামলার নথিতে সন্নিবেশিত করে কোর্টকে অবহিত করতে হবে।

এফআইআর-এর যেকোনো ধরনের পরিবর্তন পেনালকোডের ২০৪ ধারার শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এমনকি একবার এফআইআর রেকর্ড করা হলে কোনোক্রমেই তা বাতিল করা যাবে না। [পিআরবি-২৪৩ (জ)]

### (ঘ) মামলার ক্রমিক নম্বর

প্রতি থানায় প্রতি মাসের এবং প্রতিবছরের জন্য পৃথক পৃথক ক্রমিক অনুযায়ী মামলার নম্বর লিপিবদ্ধ হবে, এ ক্ষেত্রে ওপরে মাসিক ক্রমিক নম্বর এবং নিচে বাৎসরিক ক্রমিক নম্বর বসিয়ে সংশ্লিষ্ট ধারায় রুজুকৃত মাসিক ও বাৎসরিক মামলার হিসাব রাখতে হবে।

### (ঙ) এসআর মামলা হৈচৈ নোটিশ, জরুরি বার্তা এবং সিআইবি রেফার করতে হবে।

# তৃতীয় অধ্যায়

## ক্রাইমসিন ম্যানেজমেন্ট

# ক্রাইমসিন ম্যানেজমেন্ট

**অধ্যায়ের প্রত্যাশিত ফলাফল**

১। ক্রাইমসিন এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের ভূমিকা ও গুরুত্ব সম্পর্কে জ্ঞানলাভ

২। প্রথম সাড়া প্রদানকারী ও তদন্তকারী কর্মকর্তাদের ক্রাইমসিন সংক্রান্ত সম্যক ধারণা অর্জন

৩। ক্রাইমসিন সার্চিং পদ্ধতি ও চেকলিস্ট অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনায় সক্ষমতা অর্জন

## ৩.১ ক্রাইমসিন কী

| | |
|---|---|
| **ক্রাইমসিন-এর সংজ্ঞা** | ক্রাইমসিন বলতে অপরাধ সংঘটনস্থল এবং ওই অপরাধটির সাথে সংশ্লিষ্ট সম্ভাব্য সাক্ষ্য-প্রমাণাদি থাকতে পারে এমন কোনো স্থানকে বোঝায়। ক্রাইমসিন শব্দটিতে কোনো ব্যক্তি, বাড়ি বা ঘর, গাড়ি বা দূরবর্তী কোনো স্থানও অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। অর্থাৎ অপরাধসংশ্লিষ্ট আলামত, সাক্ষ্য-প্রমাণাদি প্রাপ্তির স্থানসমূহকে ক্রাইমসিন বলা হয়। |

**উদাহরণস্বরূপ:** একটি নির্মাণাধীন বাড়িতে খুনের ঘটনা ঘটে। এটি অপরাধ সংঘটনের প্রাথমিক স্থান। খুনের ঘটনার স্থান হতে ০১ কিলোমিটার দূরত্বে রাস্তার পার্শ্বে পরিত্যক্ত গাড়িতে রক্তমাখা ছুরি পাওয়া যায়। অপরাধ সংঘটিত হওয়ার সেকেন্ডারি (দ্বিতীয়) ক্রাইমসিন হলো এটি এবং ২.৫ কি.মি. দূরত্বে সন্দিগ্ধদের বাড়ি থেকে রক্তমাখা জামা ও সেন্ডেল উদ্ধার হলো, এটি হলো টারসিয়ারি (তৃতীয়) ক্রাইমসিন। যদিও স্থানসমূহের অবস্থান অপরাধ সংঘটিত হওয়ার প্রাথমিক স্থানের নিকটবর্তী নয়, কিন্তু স্থানসমূহ থেকে সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়ায় অপরাধের সঙ্গে অপরাধীর জড়িত থাকার বিষয়টি সুস্পষ্ট।

অপরাধের ধরন অনুসারে ক্রাইমসিন একাধিক হতে পারে (যথা: প্রাথমিক, দ্বিতীয়, তৃতীয় অথবা আরো অধিক)।

## ৩.২ ক্রাইমসিন ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব

মামলা তদন্তের সাফল্য নির্ভর করে সঠিকভাবে ক্রাইমসিন ব্যবস্থাপনার ওপর। এ ক্ষেত্রে ক্রাইমসিন ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব নিম্নরূপ:

(ক) ক্রাইমসিন অপরাধ সংঘটনের বিষয়টি প্রাথমিকভাবে নিশ্চিত করে।

(খ) ক্রাইমসিন হচ্ছে সর্বাধিক বস্তুগত আলামত প্রাপ্তির উৎসস্থল।

(গ) ক্রাইমসিনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দেখা বা শোনা সাক্ষীদের উপস্থিতি থাকে।

(ঘ) ক্রাইমসিনে প্রাপ্ত বস্তুগত সাক্ষ্য, যেমন: ফিঙ্গারপ্রিন্ট, ফুটপ্রিন্ট বা ডিএনএ ইত্যাদি পরীক্ষার মাধ্যমে অপরাধীকে শনাক্তকরণ এবং নিরপরাধ ব্যক্তিকে অপরাধের দায় হতে মুক্ত করতে সাহায্য করে।

(ঙ) অপরাধীর মানসিক অবস্থা, অপরাধের প্রকৃতি ও ধরন প্রমাণে সহায়তা করে।

(চ) ক্রাইমসিনে প্রাপ্ত বস্তুগত সাক্ষ্য সংঘটিত অপরাধ প্রমাণ করতে পারে অথবা কোনো অপরাধের মূল উপাদানসমূহ প্রতিষ্ঠা করতে পারে। যেমন: ধর্ষণের ক্ষেত্রে, ধর্ষিতার ছেঁড়া কাপড় এবং আঘাতসমূহ ধর্ষিতার আত্মরক্ষার চেষ্টা বা অসম্মতির পর্যাপ্ত প্রমাণ বহন করে।

(ছ) ক্রাইমসিনে প্রাপ্ত বস্তুগত সাক্ষ্যের কারণে অপরাধীকে ভিকটিম বা ক্রাইমসিনের সাথে সংশ্লিষ্ট বলে দেখানো সম্ভব। উদাহরণ: সন্দেহভাজন ব্যক্তির ব্যবহৃত জিনিসপত্র অথবা তার শরীরের কোনো স্থানে ভিকটিমের চুল।

(জ) ক্রাইমসিনে প্রাপ্ত বস্তুগত সাক্ষ্যের সাহায্যে অপরাধের সঙ্গে ব্যক্তির সংযোগ স্থাপিত হতে পারে।
উদাহরণ: অপরাধ সংঘটিত হওয়ার স্থানে আঙুলের ছাপ পাওয়া গেছে এবং এর ফলে পরবর্তীতে ব্যক্তিকে শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে।

(ঝ) ক্রাইমসিনে প্রাপ্ত বস্তুগত সাক্ষ্য কোনো নিরপরাধ ব্যক্তিকে দায়মুক্ত করতে পারে। উদাহরণ: কথিত ধর্ষণের ক্ষেত্রে, সংগৃহীত আলামতসমূহের ডিএনএ পরীক্ষা করার মাধ্যমে একজন সন্দেহভাজন ব্যক্তি অভিযোগ থেকে মুক্ত হয়ে যেতে পারে।

(ঞ) ক্রাইমসিনে প্রাপ্ত বস্তুগত সাক্ষ্যের সাহায্যে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির সাক্ষ্য দৃঢ় হতে পারে।
উদাহরণ: কথিত আঘাতের ক্ষেত্রে, সন্দেহভাজন ব্যক্তির আঙুলের গাঁটের সাধারণ আঘাতের ফলে ভিকটিমের দাবি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে যে, তাকে ঘুষি মারা হয়েছিল।

(ট) ক্রাইমসিনে প্রাপ্ত বস্তুগত সাক্ষ্যের মুখোমুখি হলে একজন সন্দেহভাজন ব্যক্তি স্বীকারোক্তি প্রদান করতে পারে।
উদাহরণ: সন্দেহভাজন ব্যক্তির নিকট থেকে চুরি হয়ে যাওয়া সম্পত্তি উদ্ধার।

(ঠ) প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্যের তুলনায় বস্তুগত সাক্ষ্য বেশি নির্ভরযোগ্য। সহিংস অথবা কঠিন পরিস্থিতিতে পর্যবেক্ষণ যথাযথ হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে।

## ৩.৩ ক্রাইমসিনের নিরাপত্তা

বিজ্ঞানভিত্তিক তদন্তে ক্রাইমসিন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যে কারণে আমরা ক্রাইমসিন সংরক্ষণ করি তা হলো, এর ফলে প্রাপ্ত সকল সাক্ষ্য-প্রমাণ, প্রকৃত অবস্থান ও অবস্থাতে পাওয়া যেতে পারে, যা আমাদেরকে ঘটনার রহস্য উদ্ঘাটন করার ব্যাপারে এবং অপরাধটি কে সংঘটিত করেছে তা নির্ণয় করতে সহায়তা প্রদান করতে পারে।

### প্রতিটি সংস্পর্শেরই চিহ্ন থেকে যায়

ক্রাইমসিনে প্রাপ্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ আলামত হিসেবে পরবর্তীতে আদালতে ব্যবহার করে অপরাধের সঙ্গে দোষী ব্যক্তির সংশ্লিষ্টতা পাওয়া যেতে পারে। এ জন্য ক্রাইমসিনে প্রাপ্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ প্রকৃত অবস্থাতে রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

যখনই কোনো বস্তু অপর কোনো বস্তুর সংস্পর্শে আসে তখনই কোনো না কোনো চিহ্ন পেছনে থেকে যায়। অপরাধের চিহ্নটি আঙুলের ছাপ, পদচিহ্ন অথবা এমন কিছু হতে পারে যার ফলে অপরাধের সঙ্গে অপরাধীর সংশ্লিষ্টতা প্রমাণ করা যায়।

### ৩.৩.১ প্রথম সাড়াদানকারীর (First Responder) দায়িত্ব

যে পুলিশ অফিসার প্রথম ক্রাইমসিনে উপস্থিত হয়ে আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করেন, তিনিই প্রথম সাড়াদানকারী। ক্রাইমসিন নিরাপত্তা বিধানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে বস্তুগত সাক্ষ্যসমূহ ন্যূনতম দূষণের হাত থেকে রক্ষা করা এবং যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা। একটা ঘটনার প্রাথমিক সাড়াদানের বিষয়টি যথাসম্ভব দ্রুত এবং পদ্ধতিগতভাবে ত্রুটিমুক্ত হতে হবে। প্রথম সাড়াদানকারী কর্মকর্তা অপরাধস্থলে পৌঁছানোর পর তিনি প্রাথমিকভাবে মূল্যায়ন করে ক্রাইমসিনের প্রকৃতি নির্ধারণ করবেন।

প্রাথমিক সাড়াদানকারী অফিসার (পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে) অত্যন্ত দ্রুততার সাথে সার্বিক সতর্কতা অবলম্বনপূর্বক অপরাধের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, গাড়ি, ঘটনা, সম্ভাব্য বস্তুগত সাক্ষ্যসমূহ এবং পরিবেশগত অবস্থা বিবেচনা করে ক্রাইমসিনে প্রবেশ করবেন।

### প্রাথমিকভাবে নিয়োজিত কর্মকর্তাকে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ লক্ষ্য করতে হবে

(ক) প্রথম সাড়াদানকারী অফিসারের প্রধান কাজ হলো যথাসম্ভব দ্রুত ঘটনাস্থলে গমন, ক্রাইমসিনের চারদিকে তাৎক্ষণিকভাবে বেষ্টনী তৈরি করে ক্রাইমসিনের ভেতরে থাকা আলামতসমূহ যেটি যে অবস্থায় আছে সে অবস্থায় সংরক্ষণ করা।

(খ) অপরাধের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ লিপিবদ্ধ করা (যেমন: ঘটনার তারিখ, সময়, ভিকটিম/সন্দিগ্ধদের অবস্থান, নাম, ঠিকানা, আলামতের বর্ণনা ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়াদি)।

(গ) ক্রাইমসিনের যেকোনো পরিত্যক্ত বস্তু বা আলামত সম্পর্কে সতর্কতা।

(ঘ) অপরাধের চিহ্নসমূহ সতর্কতার সাথে অনুসন্ধান করা এবং সম্পূর্ণ এলাকাকে (যেখানে অপরাধ সংঘটিত হয়েছে) পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করা এবং ক্রাইমসিনের দ্বিতীয় পর্যায়ের সকল তথ্যসমূহ যদি থাকে, সেগুলো লিপিবদ্ধ করা।